

বাংলা
বালভারতী
তৃতীয় শ্রেণী



ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

- (ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;
- (খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;
- (গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- (ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনির্মোগের জন্য আহত হলে সাড়া দিতে হবে ;
- (ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উৎর্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে ;
- (চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে ;
- (ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্মের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে ;
- (জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে ;
- (ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে ;
- (ঝঃ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে ;
- (ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস - ২১১৬/(প্র.ক্র.৪৩/১৬) এসডী-৮ তারিখ-২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা
সমন্বয় সমিতির তারিখ ৩০.০১.২০২০ ভারতীয় সৌর ৮ মাঘ, ১৯৪১ এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক নিধারিত করার
জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

বাংলা বালভারতী

তৃতীয় শ্রেণী



মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নিমিত্তি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে



আপনার স্মার্টফোনের 'DIKSHA APP' দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের
প্রথম পৃষ্ঠার Q.R.Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক
এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক-শ্রাব্য
সাহিত্য উপলব্ধ হবে।

বাংলা ভাষা সমিতি

- শ্রী মহাদেব শ্যামাপদ মল্লিক (অধ্যক্ষ)
- শ্রী দিলীপ অনুকূল রায় (সদস্য)
- শ্রী রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র হালদার (সদস্য)
- শ্রী শিবপদ রসিকলাল রঞ্জন (সদস্য)
- শ্রীমতী বাসন্তী রবীন্দ্রনাথ দাসমণ্ডল (সদস্য)
- শ্রীমতী শিখারানী শ্রীনিবাস বারই (সদস্য)
- শ্রী মাখন ত্রিপিশ মাবি (সদস্য)
- শ্রী রামপদ কালীপদ সরকার (সদস্য)
- শ্রী উত্তম উপেন মজুমদার (সদস্য)
- ডা. অলকা পোতদার (সদস্য - সচিব)

সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার

বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুরে

সহায়ক সংযোজক

সৌ. সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী
সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুরে

নির্মিতি :

শ্রী সাচিতানন্দ আফড়ে

মুখ্য নির্মিতি অধিকারী

শ্রী সচিন মেহতা

নির্মিতি অধিকারী

শ্রী নিতিন বাণী

সহায়ক নির্মিতি অধিকারী

প্রকাশক :

বিবেক উত্তম গোসাবী

নিয়ন্ত্রক

পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি মণ্ডল,
প্রভাদেবী, মুম্বাই ২৫

বাংলা ভাষা অভ্যাস গট

- শ্রী অতুল নগরবাসী বালা
- শ্রী দীপক হরিদাস হালদার
- শ্রী অনিল ধীরেন বারই
- শ্রী হরেন্দ্রনাথ সুধীর সিকদার
- শ্রী শঙ্কর অমূল্য মণ্ডল
- শ্রী তপন পথগনন সরকার
- শ্রী মহীতোষ কালাচাঁদ মণ্ডল
- শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস
- শ্রী বাবুরাম অমূল্য সেন
- শ্রী নিথিন বিনয়ভূষণ হালদার
- শ্রী সঞ্জয় দুর্ঘীরাম মণ্ডল
- শ্রী স্বপন বিশ্বনাথ পাল
- শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল
- কু তঃপ্রিলতা প্রমথেশ বিশ্বাস
- শ্রী অজয় কার্তিক সরকার
- শ্রী অনিমেশ অরুণ বিশ্বাস
- শ্রী অরুণ দীনবন্ধু মণ্ডল
- শ্রী বাসুদেব ইন্দুভূষণ হালদার
- শ্রী ভবরঞ্জন ইন্দুভূষণ হালদার
- শ্রীমতী শ্রীবর্ণা সাহা
- শ্রীমতী পিঙ্কী সাহা
- শ্রী সুজয় জগদীশ বাচাড়

মুখ্যপঠ : শ্রী সুহাস জগতাপ

চিত্রাঙ্কন : শ্রী যশবন্ত দেশমুখ

অক্ষরাঙ্কন- সমর্থ গ্রাফিক্স

ডিজাইনিং : ৫২২ নারায়ণ পের্চ, পুরে ৩০

কাগজ : ৭০ জি.এস.এম. ক্রিমবোর্ড

মুদ্রণাদেশ : N/PB/2022-23/500

মুদ্রক : M/S. SHARP INDUSTRIES,
RAIGAD

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম,
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতত্ত্ব রাখে
গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম

এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভাস্তুর ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে,
আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল
সপ্তমী, সম্মত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই
সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করাই।”

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পাঞ্চাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিহ্ব্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ॥

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার
ভাই-বোন ।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি আমার দেশের
সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর
আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি
সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো ।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি
সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও
দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো । তাদের কল্যাণ
এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত ।

প্রস্তাবনা

মেহের শিক্ষার্থী বঙ্গগণ,

তোমাদের সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীতে আন্তরিক স্বাগত জানাই। তোমাদের জানাতে আনন্দ বোধ করছি যে বালভারতী, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল পুর্ণের পক্ষ থেকে প্রথমবার তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বই তোমাদের হাতে তুলে ধরেছি। এই পাঠ্যপুস্তকে ভাষার মাধ্যম, বাংলা সংস্কৃতি, রিতি-নীতি ও বাংলা ভাবধারাকে প্রাথান্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি যেহেতু আমরা মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তাই মারাঠী ও অন্যান্য ভাষার কিছু শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে তোমরা ভালোভাবে বলা, পড়া ও লেখা শিখেছ এখন তৃতীয় শ্রেণীতে তোমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে। আগামীতে আরও নতুন নতুন কথা শেখা এবং তার জন্য পাঠ্যপুস্তকে তোমাদের পছন্দমত অনেক ছবি, গল্প, কবিতা, কাহিনী দেওয়া আছে, লয় ও তালের সহিত গাওয়া যায় এমন কবিতা এবং ছবিযুক্ত মনোরঞ্জনমূলক কিছু পাঠও রয়েছে।

বইয়ের ছবি দেখো। ছবির বস্ত, বৃক্ষ, প্রাণী, পাখি এবং মানুষ এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলো। চিত্র আকলন করে তোমার শ্রেণীর অন্যান্য বঙ্গবাঙ্গবদ্ধিগকে বুঝিয়ে বলো।

সবাই মিলে পাঠ অধ্যয়ন করো, পড়তে পড়তে বুঝে নেও। পাঠের শেষে বিভিন্ন কার্যকলাপ দেওয়া আছে যা আনন্দমূলক। পাঠটি ভালোভাবে পড়লে পাঠের শেষে দেওয়া কৃতিকার্যের উত্তর পাবে এবং পাঠ ভালভাবে বুঝতে পারবে। এর মাধ্যমে লেখা পড়া শিখতে সত্যিই তোমরা আনন্দ পাবে। পাঠের শেষে দেওয়া অর্থ জেনে নাও, এবং অন্যান্য কৃতির মাধ্যমে তোমরা ভাষা শিখতে খুব আনন্দ পাবে। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তোমাদের সম্মুখে প্রতিদিন আসে এবং তখন তোমরা বিচার করতে থাক। পাঠ্যপুস্তক তোমাদের বিচার শক্তি বৃদ্ধি করার অনেক সুযোগ দিয়েছে। বিচার করতে করতে অগ্রসর এবং বড়ো হও।

তোমরা শিশুরা অনেক কল্পনাপ্রবণ। এই পাঠ্যপুস্তকে তোমাদের কল্পনা শক্তিকে বহু অংশে প্রাথান্য দেওয়া হয়েছে। কৃতির মাধ্যমে কল্পনা দ্বারা নতুন নতুন আবিষ্কার করে সত্যিই তোমরা অনেক আনন্দ পাবে।

ছাত্র-ছাত্রীগণ, এই পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি কৃতিকার্য শ্রেণীকক্ষেই করতে হবে। সত্যিই এটা আনন্দের নয় কি ?

এই পাঠ্য পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় কিউ আর কোড দেওয়া হয়েছে। কিউ আর কোড দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য তোমাদের খুব পছন্দ হবে।

তৃতীয় শ্রেণীতে তোমরা আরও ভালোভাবে বলতে, পড়তে এবং লিখতে শেখো। লেখা পড়া শিখে তোমরা আদর্শ নাগরিক হও।

তোমাদের অনেক অনেক শুভকামনা।

(বিবেক গোসাবী)

পুরণ

সংস্কারক

তারিখ : ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২০

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও

ভারতীয় সৌর : ২ ফাস্টেন ১৯৪১

অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুরণ ০৪

**বাংলা অধ্যয়ন ফলাফল
তৃতীয় শ্রেণী**

অধ্যয়নের জন্য নির্দেশিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া	অধ্যয়ন ফলাফল	
প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের (স্ব-অধ্যয়ন / সহ অধ্যয়ন) দলগত বা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে প্রক্রিয়াগুলি করবার জন্য প্রেরিত করতে হবে। যাতে তাঁরা ।	03.11.01	<p style="text-align: center;">শিক্ষার্থীর</p> <ul style="list-style-type: none"> বলা কথা, গল্প, কবিতা ইত্যাদি একাগ্রতায় শুনে বুঝে নেয়।
● নিজের ভাষায়, নিজের কথা বলতে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সুযোগ পায়।	03.11.02	<ul style="list-style-type: none"> কবিতা, কাহিনী ইত্যাদির উপযুক্ত লয়, গতি, প্রবাহ এবং সঠিক অনুভূতির সঙ্গে শ্রবণ করে।
● বাংলা ভাষায় শোনা কথা, কবিতা, গল্প ইত্যাদি নিজের ভাষায় বলতে, শুনতে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়।	03.11.03	<ul style="list-style-type: none"> শোনা রচনার বিষয়বস্তু, ঘটনা, পাত্র, শিরোনাম ইত্যাদির সমন্বে বার্তালাপ করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, নিজের কৌশল অনুযায়ী (কাহিনী / কবিতা) নিজের ভাষায় মতামত ব্যক্ত করে।
● শিক্ষার্থীদের দ্বারা নিজের ভাষায় বলা কথাগুলি বাংলা ভাষা ও অন্যান্য ভাষায় আদান-প্রদান করার সুযোগ দিতে হবে। যাহাতে ভাষাগুলি শ্রেণীকক্ষে সমুচ্চিত স্থান পায় এবং শিক্ষার্থীদের শব্দ ভান্ডার উন্নয়নের সুযোগ পায়।	03.11.04	<ul style="list-style-type: none"> পরিবেশের বিভিন্ন চালচলন/ ঘটিত ঘটনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি দ্বারা নিজের অনুভব বলে, বার্তালাপ করে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।
● পঠনকোণে (Reading corner) শ্রেণীর স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন ভাষার আকর্ষণীয় সামগ্রী যেমন শিশু সহিত, শিশুপত্রিকা, প্রচারপত্রিকা, অডিও-ভিডিও সামগ্রী ব্যবহার করতে পারে।	03.11.05	<ul style="list-style-type: none"> কাহিনী, কবিতা অথবা অন্য বিষয়বস্তুকে বুঝে নিজের কাহিনী / কথা জুড়ে দেয়।
● বিভিন্ন প্রকারের গল্প, কবিতা, পোস্টার ইত্যাদি ছবি এবং প্রবন্ধের আধারে বুঝতে ও বোঝানোর সুযোগ পায়।	03.11.06	<ul style="list-style-type: none"> বিভিন্ন প্রকারের রচনা-সামগ্রী (খবরের কাগজ শিশুপত্রিকা, বিজ্ঞাপন পত্র) ইত্যাদি পড়ে বুঝে নিয়ে তার আধারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে/ নিজের মতামত ব্যক্ত করে/ শিক্ষক এবং নিজের সহপাঠীদের সঙ্গে চর্চা করে এবং জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের উত্তর (মাথিক / সাংকেতিক) দেয়।

<ul style="list-style-type: none"> বিভিন্ন উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখে পঠনের ভিন্ন-ভিন্ন ব্যাপ্তিগুলি শ্রেণীকক্ষে সমৃচ্ছিত স্থান দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যেমন-যে কোনো কাহিনী থেকে তথ্য খোঁজা, যে কোনো তথ্যকে খুঁজে বের করা ও নিজের মতামত ব্যক্ত করা ইত্যাদি। 	03.11.07	<ul style="list-style-type: none"> বিভিন্ন প্রকারের কাহিনী, কবিতা এবং রচনায় ব্যবহৃত ভাষার সূক্ষ্ম দিকগুলি (যেমন-শব্দের পুনরাবৃত্তি, বিভিন্ন বিরামচিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি চেনে ও ব্যবহার করে।)
<ul style="list-style-type: none"> শোনা ও দেখা কথাগুলি নিজের কৌশল অনুসারে, নিজের ভাষায় লেখার সুযোগ দিতে হবে। 	03.11.08	<ul style="list-style-type: none"> শিক্ষকের দ্বারা নির্ধারিত গতিবিধির অন্তর্গত বানানের প্রতি সচেতনতা রেখে কিংবা স্বেচ্ছায় লেখন (conventional writing) করে।
<ul style="list-style-type: none"> নিজের ভাষা তৈরী করার (নতুন শব্দ/ বাক্য / অভিব্যক্তি) এবং তার ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। 	03.11.09	<ul style="list-style-type: none"> ছবির সমগ্র পঠন করে নিজের শব্দে বর্ণনা করে।
<ul style="list-style-type: none"> প্রবন্ধ ও উদ্দেশ্য অনুসারে উপযুক্ত শব্দ এবং বাক্যের চয়ন করা ও তার রচনা করার সুযোগ করে দিতে হবে। 	03.11.10	<ul style="list-style-type: none"> ছবি দেখে শব্দের উচ্চারণ শুনে বচন এই সংজ্ঞার অর্থ স্পষ্ট করে।
<ul style="list-style-type: none"> নিজের পরিবার, পাঠশালা, পাড়া, খেলার মাঠ, গ্রামের চৌমোহনা এ ধরনের বিষয়ে কিংবা নিজের চয়নিত বিষয়ে নিজের অনুভবকে লিখে একে-অপরের সঙ্গে আদান-প্রদান করার সুযোগ করে দিতে হবে। 	03.11.11	<ul style="list-style-type: none"> বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে নিজের লেখন কার্যে বিরামচিহ্ন যেমন-দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক চিহ্নের সচেতন ব্যবহার করে।
<ul style="list-style-type: none"> একে-অপরের দ্বারা লেখা রচনাগুলি শোনার এবং পড়ার উপর নিজের মতামত দেওয়া, তাতে নিজের কথাগুলি যুক্ত করা এবং আলাদা-আলাদা পদ্ধতিতে লেখার সুযোগ করে দিতে হবে। 	03.11.12	<ul style="list-style-type: none"> আলাদা প্রকারের রচনা / সামগ্রীকে (খবরের কাগজ, শিশু পত্রিকা, বিজ্ঞাপন পত্র ইত্যাদি) বুঝে জিজেস করা প্রশ্নের উত্তর (লিখীত / প্রতিরূপ) দেয়।
	03.11.13	<ul style="list-style-type: none"> ছবির সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ করে এবং উভয় ছবির ব্যবধান বলে।
	03.11.14	<ul style="list-style-type: none"> ধৰ্মনিযুক্ত শব্দকে শুনে তার সম্বন্ধীয় শব্দ বলে। যেমন-খন-খন-চুড়ি।
	03.11.15	<ul style="list-style-type: none"> বর্ণমালার ধাঁধাকে সমাধান করে।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে...

সন্মানীয় শিক্ষক / অভিভাবক বৃন্দ,

তৃতীয় শ্রেণী বাংলা বালভারতীর এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের উপর লক্ষ্য রেখে ভাষার নতুন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং মনোরঞ্জক বিষয় দ্বারা সুসজ্জিত করে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করা হলো। এই পুস্তকে শিক্ষার্থীদের পূর্বানুভব, ঘর-পরিবার, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে শ্রবণ, ভাষণ-সম্ভাষণ, লেখন, পঠনের ভাষাগত মূল পদ্ধতির সঙ্গে আকলন, নিরীক্ষণ কৃতি উপক্রমের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত গান, শিশু কবিতা, ছবিগল্প, নাটক, গল্প, পত্রলেখন, প্রবন্ধ প্রভৃতি খুবই মনোরঞ্জক, আকর্ষক ও সহজ সরল ভাষায় প্রস্তুত করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের রচনায়, মূর্ত থেকে অমূর্ত, স্তুল থেকে সূক্ষ্ম, সরল থেকে কঠিন এবং জানা থেকে অজানা সূত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। ক্রমবদ্ধতা এবং ক্রমিক বিকাশ এই পুস্তকের বিশেষতা। পূর্ব অনুভব থেকে শুরু করে শোনো ও বলো, বোঝো ও বলো, দেখো বোঝো ও তৈরী করো, বোঝো ও পড়ো, কৃতি পূর্ণ করো, অর্থ জেনে নাও ইত্যাদি কৃতিগুলিকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকগণ / অভিভাবকগণ এবং শিক্ষার্থীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ পুস্তকটিকে চার বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম থেকে চতুর্থ বিভাগ পর্যন্ত শ্রবণ, ভাষণ, সম্ভাষণ, লেখন ও পঠন কৌশলকে মহত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রবণ, ভাষণ-সম্ভাষণের সমস্ত বিষয় শিক্ষার্থীদের অনুভব জগতের সঙ্গে জোড়া হয়েছে। অতএব এতে শিক্ষার্থীদের এই কৌশলের বিকাশ অধিক সহজ হবে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনের প্রথমে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

- সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ পুস্তকটিকে মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন।
- পাঠ্যনুরূপ কৃতিকার্যকে প্রাথমিক দিয়ে তদনুরূপ অধ্যয়ন করাবেন।

প্রথম বিভাগে ‘প্রার্থনা’ কবিতায় বিপরীত শব্দ খুঁজে গোল করা। দ্বিতীয় বিভাগে ‘লক্ষ্মী সোনা’ এই পাঠে শব্দের শেষ অক্ষর দ্বারা নতুন শব্দ তৈরী করা। তৃতীয় বিভাগে ‘টুপিওয়ালা ও বানর’ এই ছবি গল্পে বুঝে লেখা ও চতুর্থ বিভাগে ‘সংকলন’ কবিতায় বাক্য রচনা করা এবং লেখন কৌশলকে দৃঢ়করণ করা হয়েছে।

- প্রথম বিভাগে ‘পাঠশালা যাত্রা’ এই পাঠে কে কাহাকে বলেছে, দ্বিতীয় বিভাগে ‘উচিত শিক্ষা’ এই পাঠে বন্য পশুর ছবি সংগ্রহ করা এই উপক্রম দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে ‘ভোরের পাখি’ কবিতায় স্তুতি থেকে শব্দ জুড়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করা ও চতুর্থ বিভাগে ‘গাছের বীজ কি করে ছড়ায়’ এই পাঠে সঠিক জোড়া দাও এই প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।
- প্রথম বিভাগে ‘খেলা-ধূলা’ এই পাঠে ছবি পঠন দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় বিভাগে ‘আমাকে চেনো-ধাঁধা’ দেওয়া হয়েছে, তৃতীয় বিভাগে ‘ট্রেন’ কবিতায় মিলযুক্ত শব্দ লেখা ও চতুর্থ বিভাগে ‘নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস’ এই পাঠে, এলোমেলো অক্ষর দ্বারা বিপ্লবীদের নাম লেখার কৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রথম বিভাগে ঘূড়ি তৈরী করা, দ্বিতীয় বিভাগে ‘ময়র’ এই পাঠে বিন্দু জুড়ে ময়র তৈরী করা। তৃতীয় বিভাগে ব্যায়ামের স্তুতি ও চতুর্থ বিভাগে পত্র লেখন দ্বারা মনোরঞ্জক ও রুচিকরমূলক কৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রথম ও তৃতীয় বিভাগে দুটি সংলাপ দেওয়া হয়েছে।
- প্রত্যেক পাঠের অনুশীলনীতে যোগ্যতা অনুসারে ও প্রয়োজনানুসারে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে।
- প্রত্যেক বিভাগের শেষে অভ্যাস তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কিছু প্রশ্ন ও কৃতি দেওয়া হয়েছে। শোনো, বলো, লেখো এমনি ভাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রশ্নের উত্তর লেখানো প্রয়োজন।
- পাঠ্য পুস্তকের অনুশীলনীতে দেওয়া বিষয় সামগ্ৰী বুবিয়ে দিন এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করে দিন।
- প্রত্যেক বিভাগে ছবিকথা, চিত্র বর্ণন, কবিতা, গল্প দেওয়া আছে, তা ছাড়া প্রথম ও তৃতীয় বিভাগে সংলাপ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুসারে লিখতেও দেওয়া হয়েছে। এগুলি পড়া, বলা, আলোচনা করা, নিরীক্ষণ করা, লেখা ইত্যাদির নির্দেশ অনুযায়ী কৃতি করে জ্ঞান দৃঢ়করণ করার প্রয়োজন। কবিতা, কাহিনী, সংলাপ ইত্যাদি পাঠের সময় যোগ্য উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি, লয়-তাল, উর্ধ্বস্বর-নিম্নস্বর ইত্যাদি উপযুক্ত স্থানে অবশ্যই ব্যবহার করবেন।

- পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে পুনরাবৃত্তি অন্তর্গত অনেক কৃতি দেওয়া হয়েছে, এই কৃতিগুলির বার-বার অনুশীলন করা প্রয়োজন।
- পাঠ্যপুস্তকে দেখে লেখা, শ্রতিলেখন, গল্প লেখন ইত্যাদি ক্রমশ: সূচনা অনুসারে অনুশীলন করাবেন।
- পাঠের মাধ্যম থেকে অনেক ভালো অভ্যাস, মূল্যবোধ, জীবন কৌশল এবং মৌলিক ক্ষমতার বিকাশ হয় এমন কিছু তথ্য সমাবেশ করা হয়েছে। এসবের যথাযথ মহস্ত দিতে হবে। পাঠের দৃঢ়করণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের নির্মাণ করে শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনুশীলন করিয়ে নিন।
- পাঠ্যসামগ্ৰীৰ মূল্যায়ন অবিৱৰত চলতে থাকা প্ৰণালী। পাঠ্যপুস্তকে সমাবিষ্ট সমষ্টি কৌশল, ক্ষমতা, কৃতি উপকৰণেৰ সমান সৰ্বদা এবং সাৰ্বিক আশা কৰা যায়।
- আমৰা বিশ্বাস কৰি যে আপনারা সকলে, অধ্যায়ন-অধ্যাপনেৰ অন্তর্গত এই পুস্তকটিকে কুশলতাপূৰ্বক ব্যবহাৰ কৰে শিক্ষার্থীদেৱ মধ্যে বাংলা ভাষাৰ প্ৰতি আত্ৰীয়তা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা কৰাবেন।
- প্ৰত্যেক বিভাগেৰ প্ৰথম পাঠ শিক্ষার্থীদেৱ; তাদেৱ পূৰ্ব জ্ঞানেৰ উপৰ ভিত্তি কৰে নতুন জ্ঞান, সূচনা পোঁছাতে হবে।
- প্ৰথম বিভাগে ‘আমৰা ছাত্ৰ’ এই ছবি দেওয়া আছে তা দেখে বৰ্ণনা কৰবে, তাৰ সাথে ‘আমাৰ খেলা’ এই পাঠে বিভিন্ন খেলাৰ ছবি দেখে খেলাৰ বিষয় বৰ্ণনা কৰবে। দ্বিতীয় বিভাগে ‘আমাদেৱ গ্ৰাম’ এই কবিতায় গ্ৰামেৰ বৰ্ণনা কৰা হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে ‘খেত-খামাৰ’ এই ছবি দেওয়া আছে, তা দেখে শিক্ষার্থীৰা ফসলেৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰবে। চতুৰ্থ বিভাগে ‘একতা’ এই ছবি কথাৰ মাধ্যমে একতাৰ সুখেৰ মূল ইহা বুৰিয়ে দেবেন ও খালি জায়গায় আবশ্যক বিষয়বস্তু লিখতে বলবেন। তাৰ সাথে গজল গীতি ‘ইচ্ছা’ দেওয়া হয়েছে। এৱ মাধ্যমে গজলেৰ ভাৰধাৱাৰা বুৰিয়ে দেবেন।
- এই সবেৰ মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেৱ মধ্যে স্বচ্ছতা, প্ৰেম, সভ্যতা, পড়াশুনা, মিলে-মিশে খেলাধুলা কৰা, সকলে মিলেমিশে আনন্দে থাকাৰ প্ৰেৱণা পাবে। আপনাদেৱ কাছে এ আশা কৰি যে শিক্ষার্থীদেৱ এগুলি আত্মসাহ কৰে প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ কৰে দেবেন।
- প্ৰত্যেক বিভাগে চিত্ৰ বৰ্ণন, ছবি গল্প দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদেৱ সম্পূৰ্ণ ছবি দেখাৰ সুযোগ দিয়ে ছবি সম্বন্ধে আলোচনা কৰে নেবেন। তাদেৱ প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কৰাৰ সুযোগ দেবেন, আপনারাও শিক্ষার্থীদেৱ প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কৰবেন। ছবিতে যা দেওয়া আছে তা বুৰিয়ে দেবেন। এই পুস্তকে দেওয়া সমষ্টি কৃতিগুলি কৰিয়ে নেবেন। ঘৰে, পৰিবেশে প্ৰয়োজন অনুৱাপ এই কৃতিগুলি কৰাৰ জন্য উৎসাহিত কৰবেন। ছবি দেখাৰ পৰি শিক্ষার্থীদেৱ মনে উৎসাহিত ভাৱ ও বিচাৰ ব্যক্তি কৰাৰ সুযোগ দেবেন।
- প্ৰত্যেক বিভাগে কবিতাংশেৰ অন্তর্গত কৌশল্যেৰ বিকাশেৰ জন্য শোনো ও বলো এৱ অন্তর্গত হাস্য কবিতা, প্ৰাথৰ্না, শিশুগীত, গীত, গজল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। এই কবিতা গীতগুলি শিক্ষক প্ৰথমে উচিত সুৰে, লয়-তাল, উৰ্ধস্বর-নিম্নস্বর, ভাৱ ভঙ্গি এবং অভিনয়েৰ সাথে শিক্ষার্থীদেৱ শোনাবেন। কখনও বা ভাৱ-ভঙ্গি ও অভিনয়েৰ সঙ্গে দুই পংক্তি বলে শিক্ষার্থীদেৱ পড়িয়ে নেবেন। শিক্ষার্থীদেৱ ক্রমশ: ব্যক্তিগত ও দলগত এবং সামুহিকৰণে পড়িয়ে নেবেন।
- শ্ৰবণ, ভাৱণ, সন্তানণ, সংলাপেৰ, কৌশল্যেৰ বিকাশেৰ জন্য ছবি, ছবিগল্প, চিত্ৰ কাহিনী দেওয়া হয়েছে। যথার্থ অঙ্গভঙ্গি ও উচ্চারণেৰ সঙ্গে গল্পেৰ অংশগুলি শিক্ষার্থীদেৱ শোনাবেন। শিক্ষার্থীদেৱ গল্পকে বার-বার পড়া ও বলাৰ জন্য উৎসাহিত কৰবেন।
- গল্প, কবিতা, সংলাপেৰ উপৰ ভিত্তি কৰে ছোট-ছোট প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কৰবেন। প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসাৰ পৰি ছবিৰ উপৰ আঙুল রাখতে বলবেন। ছবিতে দেখানো প্ৰাণী, গাছ-পালা বিভিন্ন বস্তুৰ বিষয়ে বলাৰ জন্য উৎসাহিত কৰবেন। আপনি নিশ্চিত কৰবেন যে প্ৰত্যেক শিক্ষার্থী গল্প ভালোভাৱে বুৰো শুনেছে।
- পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া সংলাপেৰ উচিত উচ্চারণ, উৰ্ধস্বর-নিম্নস্বরেৰ সঙ্গে শোনাবেন। পাঠে দেওয়া এমন কিছু প্রসঙ্গেৰ নির্মাণ কৰবেন যাতে শিক্ষার্থীৰা কিছু বলাৰ সুযোগ পায়।
- শ্ৰবণ, ভাৱণ, পঠন ও লেখনেৰ দ্বাৰা বণ, মাত্ৰা, যুক্তাক্ষৰ, পথগামকৰ প্ৰভৃতিৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা হয়েছে। শিক্ষার্থী দ্বাৰা ছবি নিৰীক্ষণ কৰিয়ে নেবেন। ছবিৰ সম্বন্ধে আলোচনা ও চৰা কৰে উত্তৰ জেনে নেবেন। স্পষ্ট উচ্চারণ সহিত শব্দ বাক্য পড়িয়ে নেবেন। পঠিত অংশ স্পষ্ট উচ্চারণেৰ সহিত শিক্ষার্থীদেৱ শোনাবেন এবং পুনৰাবৃত্তি কৰতে বলবেন। পুস্তকে দেওয়া পাঠ্য বিষয়বস্তুৰ আশয় সাধ্য কৰতে আবশ্যক কৃতি কৰিয়ে নেবেন।

❖ সূচীপত্র ❖

প্রথম বিভাগ		
অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা ক্রমাংক
	আমরা ছাত্র	১
১.	খেলাধুলা	২
২.	প্রার্থনা	৩
৩.	পাঠশালা যাত্রা	৫
৪.	ঘূড়ি	৯
৫.	চাষী ভাই	১০
৬.	মিলে মিশে করি কাজ	১২
৭.	দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর	১৬
৮.	আদর্শ ছেলে	১৯
	অভ্যাস - ১	২২

তৃতীয় বিভাগ		
অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা ক্রমাংক
	খেত খামার	৪০
১.	টুপিওয়ালা ও বানর	৪১
২.	ভোরের পাথী	৪২
৩.	হিরা-কুনি	৪৪
৪.	ব্যাঘাম	৪৭
৫.	পারিব না	৪৮
৬.	অমল ও দইওয়ালা	৫০
৭.	ট্রেন	৫৪
	অভ্যাস - ৩	৫৬

দ্বিতীয় বিভাগ		
অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা ক্রমাংক
১.	আমাকে চেনো (ধাঁধা)	২৩
২.	কত ভালবাসি	২৪
৩.	ময়ূর	২৬
৪.	লক্ষ্মী সোনা	২৭
৫.	উচিৎ শিক্ষা	২৯
৬.	সত্যি সোনা	৩২
৭.	আমাদের গ্রাম	৩৭
	অভ্যাস - ২	৩৯

চতুর্থ বিভাগ		
অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা ক্রমাংক
১.	একতা	৫৭
২.	সংকল্প	৫৮
৩.	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস	৬০
৪.	পিতার নিকট পুত্রের পত্র	৬৪
৫.	ইচ্ছা	৬৬
৬.	গাছের বীজ কী করে ছড়ায়	৬৮
৭.	সবার সুখে	৭২
	অভ্যাস - ৪	৭৪

পূর্বানুভব : দেখো ও বলো

আমরা ছাত্র



প্রথম বিভাগ

চত্ত্বর পঠন : দেখো বলো এবং কৃতি করো

১. খেলা ধূলা



২. প্রার্থনা

প্রিয়বদ্দা দেবী



জীবন আমার কর ফুলের মতন
শোভার আধার,
পবিত্র সুগন্ধে যেন সবাকার মন
তুষি অনিবার।
ওগো দয়াময় তুমি থাক সাথে সাথে
শোভা করি আমার জীবন,
শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাতে
হে সুন্দর থাকো অনুক্ষণ।
অঙ্গের যষ্টির মত করগো আমারে
দুঃখীর নির্ভর,
প্রাণপনে আমি যেন দুঃখী-অনাথারে
সেবি নিরন্তর।
ওগো দয়াময়, তুমি থাকো সাথে সাথে
প্রাণে বল করহ বিধান,
আমার এ জীবনের সন্ধ্যায়-প্রভাতে
কাছে থাকো, সর্বশক্তিমান।

(সংক্ষেপিত)

অর্থ জেনে নাও

যষ্টি - লাঠি

নির্ভর - ভরসা

অনুক্ষণ - সবদা

অনাথ - অসহায়

প্রভাতে - সকালে

বিধান - বিধি, ব্যবস্থা

তুষি - সন্তুষ্ট

অনিবার - বার-বার

নিরন্তর - সব সময়

সর্বশক্তিমান - যিনি সকল শক্তির আধার

১) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১) ‘প্রার্থনা’ কবিতার রচয়িতা কে ? তিনি কার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন ?
- ২) কবি ভগবানের কাছে কি-কি প্রার্থনা করেছেন ?
- ৩) কবি নিজে ফুলের মতো হতে চেয়েছেন কেন ?
- ৪) এই কবিতায় কোন-কোন খ্তুর কথা বলা হয়েছে ? এবং কোন খ্তুর উল্লেখ নেই ?

২) বাক্য রচনা করো :

যথা : আধার - ভগবানই আমাদের সকল শক্তির আধার

- ১) পরিত্র : _____
- ২) সুগন্ধে : _____
- ৩) নির্ভর : _____
- ৪) বিধান : _____

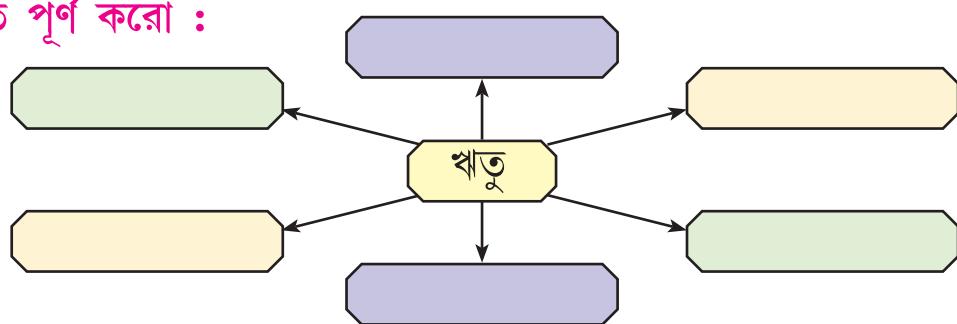
৩) বাঁদিকের শব্দের সঠিক বিপরীত শব্দ খুঁজে গোল করো :

- ১) জীবন - জন্ম, মৃত্যু, মরণ।
- ২) সুগন্ধে - সুবাসে, দুর্গন্ধে, ফুলেল
- ৩) দৃঢ়ী - সুস্থী, ভোগী, ত্যাগী

৪) শুন্যস্থান পূরণ করো :

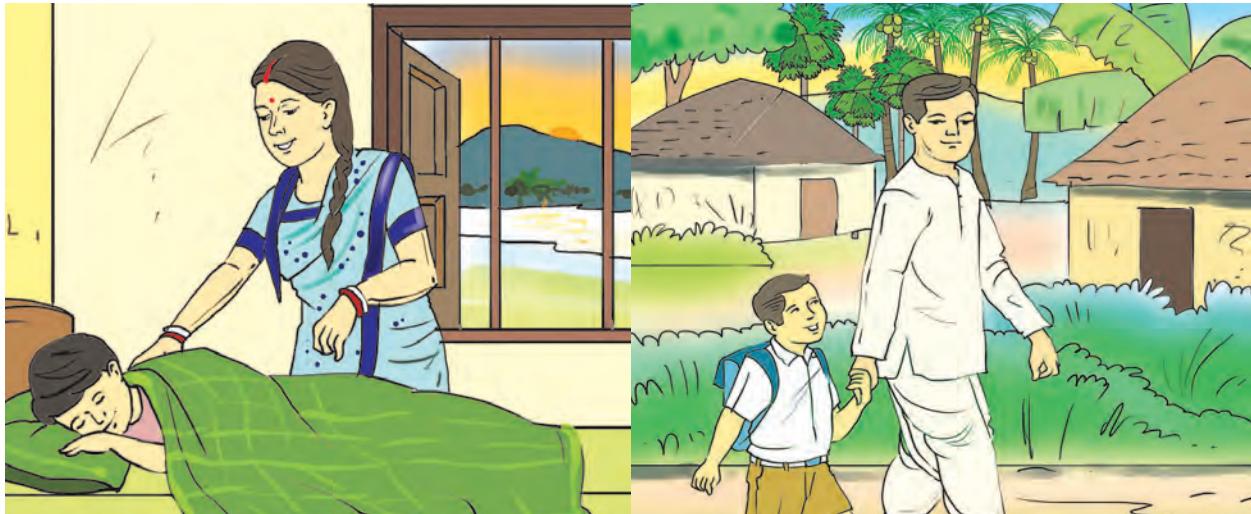
- ১) জীবন আমার কর মতন
- ২) করি আমার জীবন

৫) কৃতি পূর্ণ করো :



৩. পাঠশালা যাত্রা

বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়



পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপমুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল। মা আসিয়া ডাকিল অপু, ওঠো শিগগির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়িতে যাবে। কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, সেলেট। হ্যাঁ, ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন। পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য নির্দোধিত চোখ দৃঢ়ি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্ট ছেলে মার কথা শোনে না, ভাই-বোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া

থাকে। কিন্তু সে তো কোনদিন একুপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে? খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল, ওঠো অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেব এখন, পাঠশালায় বসে বসে খেও লক্ষ্মী মাণিক।

মায়ের কথার উত্তর সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল, ইঃ পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া এক এক প্রকার মুখভঙ্গি করিয়া রহিল, উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশ্যে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মার প্রতি অভিমানে

তাহার চোখে জল আসিতেছিল। খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল, আমি কক্খনো আর বাড়ি আসচিনে দেখো !

- ষাট, ষাট, বাড়ি আসবিনে কী !

ওকথা বলতে নেই, ছিঃ ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া থুথু খাইয়া বলিল - খুব বিদ্যে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখে, তখন দেখবে তুমি বড়ো চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই। ওগো তুমি গুরুমশায়কে বলে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল- ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো। অপু, বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টমি করো না যেন। খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড়ো বড়ো ছেলে আপন আপন চাটাই - এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে।



তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোটো একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেক দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড়ো ছেলে তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দু-জন ছেলে বসিয়া স্নেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপি - চুপি বলিতেছিল, আমি এই ত্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে-সঙ্গে তার স্নেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের স্নেটে বড়ো বড়ো করিয়া বানান লিখিতে লাগিল।

(সংক্ষেপিত)

ଅର୍ଥ ଜେନେ ନାଓ

ପାଠ୍ୟଶାଳା - ବିଦ୍ୟାଲୟ

ସଦ୍ୟ - ସବେମାତ୍ର

ଜାରିଜୁରି - ବାହାଦୁରି

କୁଞ୍ଚର - କରିଶ ଆୟୋଜ

ଲକ୍ଷଣ - ଚିହ୍ନ

ପୁରିଯା - ଆବନ୍ଧ କରେ

ଚିବୁକେ - ଥୁତନି, ଓଷ୍ଠେର ଅଧଃଭାଗ

ପାତତାଡ଼ି - ତାଳପାତାର ତାଡ଼ା

ନିଦ୍ରୋଧିତ - ସେ ଘୁମ ଥେକେ ଉଠେଛେ ଏମନ

ଅନୁଶୀଳନି

୧) ଏକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକେ ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲିର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

- ୧) ଅପୁର ମାୟେର ନାମ କି ?
- ୨) ଅପୁର ବାବାର ନାମ କି ?
- ୩) ଅପୁର ମା ତାକେ ଅନେକ କରେ କି ଦେବେ ବଲେଛିଲ ?
- ୪) ‘ଖୁବ ବିଦ୍ୟେ ହୋକ’ - କାର ବିଦ୍ୟେ ହବାର କଥା ବଲା ହେବେ ?
- ୫) କେ, କାକେ ଗୁରୁମଶାଯେର କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ବଲେଛିଲ ?

୨) ସଂକଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦାଓ :

- ୧) ପାଠ୍ୟଶାଳାଯ ଯାଓୟାର ସମୟ ଅପୁ ମାକେ କି ଭୟ ଦେଖିଯେଛିଲ ?
- ୨) ହରିହର ଅପୁକେ ପାଠ୍ୟଶାଳାଯ ପୌଁଛେ ଦିଯେ କି ବଲେଛିଲେନ ?
- ୩) ପାଠ୍ୟଶାଳାଯ ଯାଓୟା ନିଯେ ଅପୁର ମନେର କି ଧାରଣା ଛିଲ ?

୩) ଶୁନ୍ୟହାନେ ପାଠ୍ୟାଂଶ ଥେକେ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବସାଓ :

- ୧) ଉନି ତୋମାୟ ସଙ୍ଗେ କରେ ନିଯେ ଦିଯେ ଆସବେନ ।
- ୨) ଆମି କକ୍ଖନୋ ଆର ବାଡ଼ି ଆସଚିଲେ
- ୩) ମାର ପ୍ରତି ତାହାର ଚୋଖେ ଜଳ ଆସିତେ ଛିଲ ?
- ୪) ବସେ ଲେଖୋ କଥା ଶୁନୋ ।
- ୫) କରେକଟି ବଡ଼ୋ ବଡ଼ୋ ଛେଲେ ଆପନ ଆପନ ଚାଟାଇ-ଏ ବସିଯା ନାନାରୂପ
.....କରିଯା କି ପଡ଼ିତେଛେ ।

৪) সমার্থক শব্দের নীচে দাগ দাও :

- ১) শিগগির - তাড়াতাড়ি / দেরিতে / দ্রুত
- ২) সদ্য - অদ্য / সবসময় / এইমাত্র
- ৩) লক্ষণ - চিহ্ন / লক্ষ্য করা / শ্রীমান
- ৪) আঁচিল - উপমাংস / আকাশের চিল / শরীরের চামড়ার উপর ব্রনের মতো
মাংসপিণ্ড

৫) কে কাহাকে বলেছে লেখো :

- ১) ওঠো মুখ ধুয়ে নাও ।.....
- ২) আমি কক্খনো আর বাড়িতে আসচিনে, দেখো !.....
- ৩) ছুটি হ্বার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো ।.....

৬) ক) নিচে দেওয়া শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা করো :

যেমন: লেখাপড়া : লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ হবো ।

১) পাঠশালা :

২) অপেক্ষা :

খ) বিপরীত শব্দ লেখো :

১) ভালো X

২) সকাল X

৩) অবিশ্বাস X

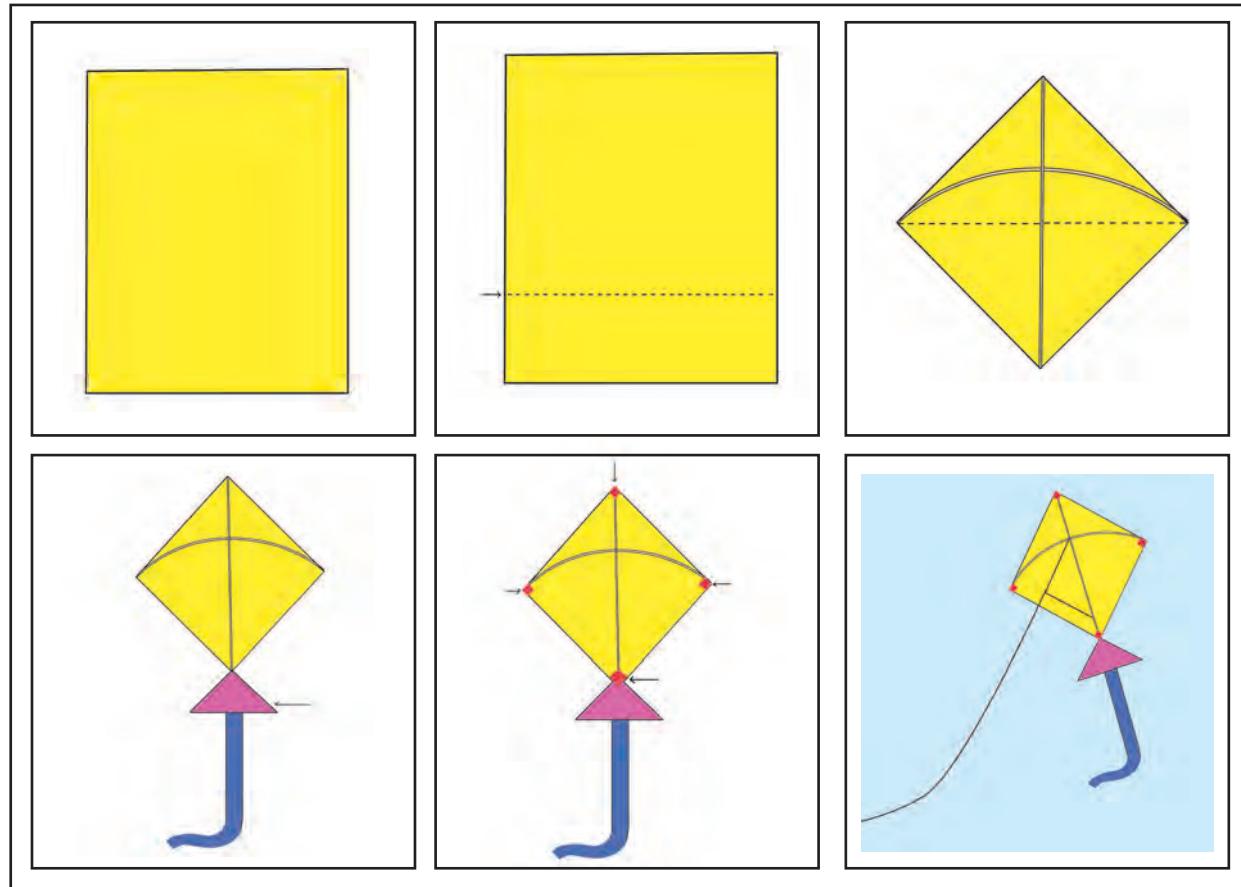
৪) রৌদ্র X

৭) তোমার পাঠশালায় যাওয়ার প্রথম দিনের কথা নিজের ভাষায় লেখো ।



কার্যানুভব : দেখো বোবো ও তৈরী করো

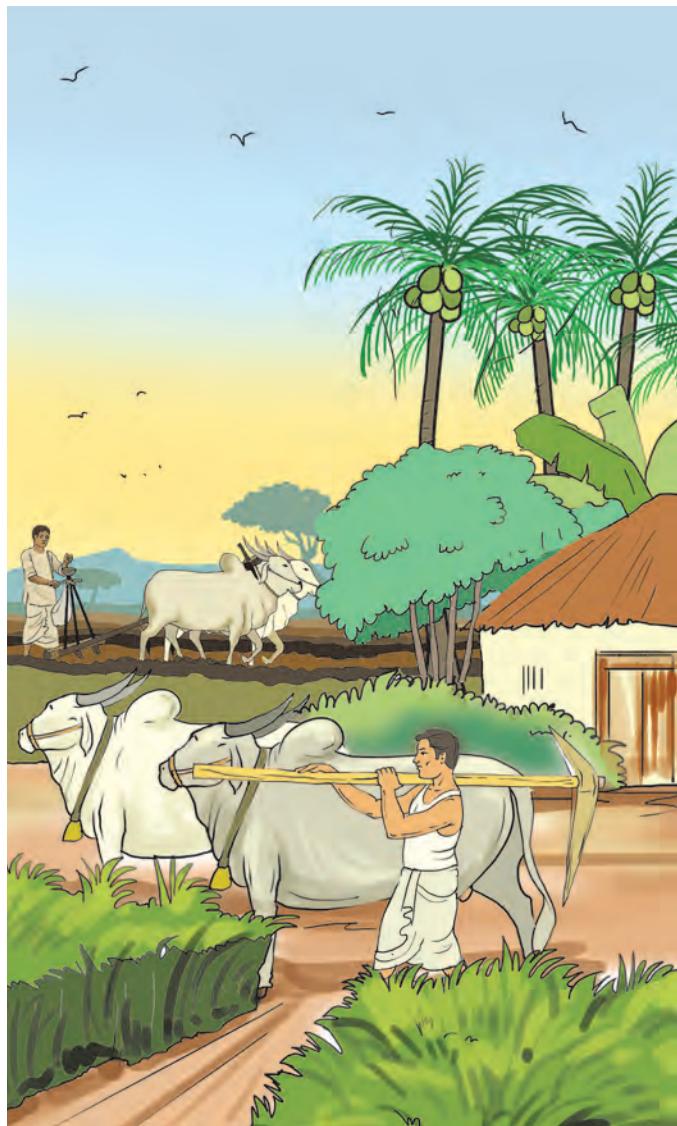
৪. ঘূড়ি



- ১) একটি কাগজ নাও।
- ২) কাগজটি বর্গাকার আকারে সুতো দিয়ে কেটে নাও।
- ৩) এবার দুটি কাঠি নাও একটি কাঠি কাগজের উপর কোনা-কুনি রাখো ও আর একটি কাঠি ছবিতে দেওয়ানুসারে অর্ধবৃত্তাকার করে সুতো দিয়ে বেঁধে কাগজের উপরে রাখো।
- ৪) এখন একটি ত্রিকোণাকার কাগজ নিয়ে তার উপরে কাগজের লেজ লাগাও ও কোনা-কুনি রাখা কাঠির নিচের দিকটায় আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও।
- ৫) এখন প্রতিটি কোনায় কাগজের ছোট ছোট টুকারো আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও।
- ৬) এবার তৈরী হলো সুন্দর একটি ঘূড়ি।

৫. চাষী ভাই

রমেন্দ্র চৌধুরী



মাটি-মায়ের খাঁটি ছেলে
ওই যে চাষী ভাই,
ওর দয়াতে সবার সাথে
বাঁচতে মোরা পাই ।

সোনার ফসল ওরাই ফলায়,
ওরাই ভরে ধানের গোলায়,
তবুও ওরা পায়না খেতে
তাতেও তো দুঃখ নাই ।

রোদে পুড়ে জলে ভিজে
রংটি পোড়া কাঠ,
ঘর যেন ওর মনের মত
ফসল ফলার মাঠ ।

লাঙ্গলখানা বাগিয়ে ধরে
চাষ করে যায় হাতের জোরে,
খুশির ধারা উপচে পড়ে,
গড়নটি আঁটি-সাঁটি ।

ওরা আছে, তাই না আছি
আমরা বেঁচে সবে,
এ-কথাটা ভুল করে কি
মনেও নাহি হবে ?

অর্থ জেনে নাও

খাঁটি - শুদ্ধ

আঁটি-সাঁটি - দৃঢ়তা

উপচে - বাড়িয়া ওঠা

গড়ন - গঠন, আকার

বাগিয়ে - কৌশলে

চাষী- কৃষক, যে চাষ করে

অনুশীলনী

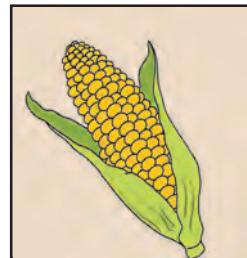
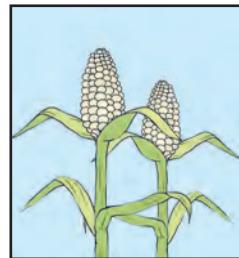
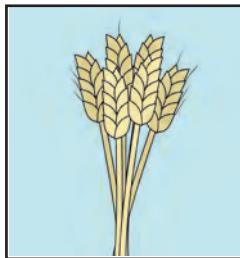
১) একটি সম্পূর্ণ বাকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- ১) খাঁটি ছেলে কে ?
- ২) আমরা কার দয়ায় বাঁচি ?
- ৩) চাষীরা কেমন ফসল ফলায় ?
- ৪) চাষীরা লাঙ্গল কেমন করে ধরে ?

২) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

- ১) চাষীরা কীভাবে আমাদের উপকার করে ?
- ২) চাষীদের গায়ের রং কেমন হয় ও কেন ?

৩) ছবি দেখে শব্দের নাম বলো ।



৪) বানান করো ও অনুলেখন করো :

লাঙ্গল

আঁটি-সাঁটি

গড়ন

খাঁটি

উপক্রম : চাষ বাসের কাজে ব্যবহৃত বস্তুগুলির ছবি সংগ্রহ করো ।



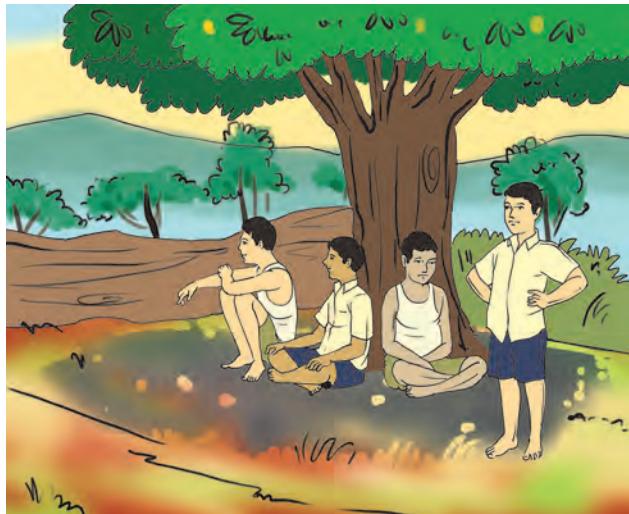
৬. মিলে মিশে করি কাজ (একাঙ্কিকা)

পাত্রগণ - পল্লীর চারটি ছেলে ও বুড়ো দাদু।

স্থান - কোন গ্রামের একটি গাছের তলা।

কাল - এক ছুটির দুপুর।

(পর্দা উঠলে দেখা গেল ছেলেরা কেউ বসে, কেউ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ হাতে মাথা রেখে আধশোয়া অবস্থায় আছে। একধারে একটি গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে।)



মন্টু - এতক্ষণ ছুটাছুটি করলাম। বড় হাঁপিয়ে গেছি, একটু দম নেওয়া যাক।

বন্টু - আমি এখনও ছুটতে পারি। একটুও হাঁপাই নি।

মিন্টু - তাই বসে পড়েছিস् ?

(সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো।)

পল্টু - এই রে সেরেছে। ঐ বুড়ো দাদুর কাশি শোনা যাচ্ছে।

এখনই এসে সকলকে তাড়া দেবে।

মন্টু - তাড়া দিলেই হলো কিনা ? আজ আমাদের ছুটি। আমরা খালি খেলবো। আমাদের খেলতে দেখলেই বলে, তোরা কি করছিস রে ? খালি খেলা আর খেলা। বুড়ো বোবো না যে, আমরা ছোট ছেলে।

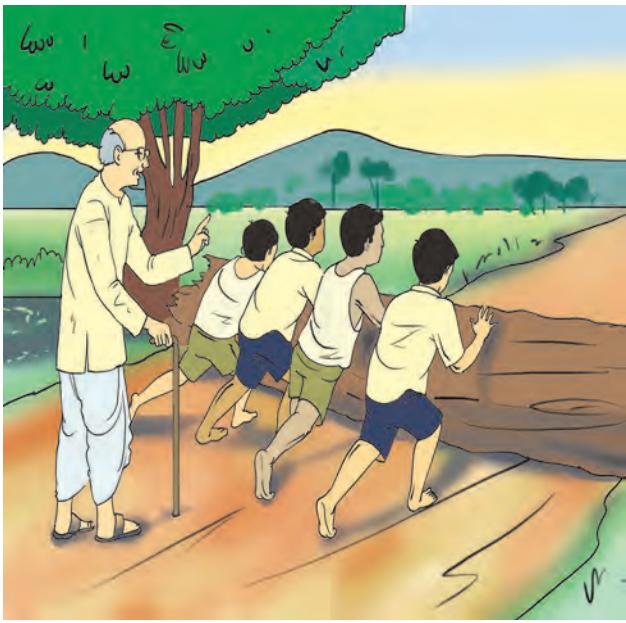
মিন্টু - বড়দের মতো আমরা কাজকর্ম করতে পারি না।

বন্টু - আবার বাড়িতে ও কিছু করতে গেলেই মা বলবে, রাখ রাখ ! তোমায় আর কাজ বাঢ়াতে হবে না।

পল্টু - চল চল বোসেদের বাগানে পেয়ারা খাইগে।

মন্টু - না বাবা, আমি যাবো না। পাঁচিলের মাথায় চড়তে গেলেই ওদের বাঘা কুকুরটা তেড়ে আসবে।

মিন্টু - কুকুর কী পাঁচিলে চড়তে পারে ?



ମନ୍ତ୍ର

- କୁକୁର ନା ପାରଲେଓ ତାର ମନିବ ପାରେ ।

ପଲ୍ଟୁ

- ତବେ ତୋରା ଥାକ । ଆମରା ଚଲଲାମ । ଏହି ମିନ୍ଟୁ ଚଲ । ଆମରା ଦୁଜଣେ ପେୟାରା ଖାଇଗେ । ଓରା ବସେ ଥାକ । ଓଦେର ଆମରା ଦେଖିଯେ ଦେଖିଯେ ଖାବୋ ଆର ବଲବୋ, ‘ଆମରା ଖାଇ ଚାକୁମ୍ ଚକୁମ୍, ବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଲ ଚେଯେ । ଚଲ, ଏହି ରେ ବୁଡ଼ୋ ଦାଦୁ ଏସେ ପଡ଼େଛେ ।

(ଲାଠି ଠକ୍-ଠକ୍ କରତେ-କରତେ ଦାଦୁର ପ୍ରବେଶ)

ଦାଦୁ - ତୋରା ଏଖାନେ କି କରଛିସ୍ ? ଖେଳା ?

ଛେଲେରା - ଆଜ ପାଠଶାଳାର ଛୁଟି ।

ଦାଦୁ - ମେ ତୋ ବୁଝାତେଇ ପାରଛି, କିନ୍ତୁ ଆମି ଜିଜ୍ଞେସ କରାଇ, ତୋରା ଏଖାନେ କି କରଛିସ୍ ?

ଛେଲେରା - ଆମରା ବାଡ଼ିତେ ବଲେ ଏସେଛି ।

ଦାଦୁ - ଆମି କି ତୋଦେର କଟିଗ ପ୍ରଶ୍ନ କରେଛି ?

ଛେଲେରା - ଆମାଦେର ବାଡ଼ିତେ ବଲେଛେ, ଯାଓ ଖେଲ ଗିଯେ ।

ଦାଦୁ - ଓକଥା ଜାନତେ ଚାହିଁ ନା, ଜାନତେ ଚାହିଁ, ତୋରା ସବ ଏଖାନେ କି କରଛିସ୍ ?

ମନ୍ତ୍ର - ଆଛା, ସକଳେ ବାଡ଼ିତେ ଚଲ ଭାଇ, ବାଡ଼ି ଚଲ ।

(ପ୍ରଥମାନ୍ତର୍ଯ୍ୟ)

ଦାଦୁ - (ଲାଠି ଉଚିଯେ) ଖବରଦାର ! କେଉ ଯେତେ ପାବିନେ । ଦାଁଡ଼ା ।

ଛେଲେରା - ବଡ଼ ସୁମ ପାଚେ ଦାଦୁ ! ଆମରା ଏଖନ ବାଡ଼ି ଯାଇ ।

ଦାଦୁ - ଏହି କ୍ଷୁଦେ ଶୟତାନେର ଦଳ ! ଏତକ୍ଷଣ ଯେ ତୋଦେର ଚିଂକାରେ ପାଡ଼ାର ଲୋକେ ଟିକିତେ ପାରଛିଲ ନା । ଆମାଯ ଦେଖେଇ ସୁମ ପେଯେ ଗେଲ ? କି କରଛିଲି ଏଖାନେ ?

ମନ୍ତ୍ର - ଏଖାନେ ? ମାନେ ଏହି ଗାଛ ତଳାୟ ? ଏହି-ଏହି ଏଖାନେ କି କରଛିଲାମ ?

ଦାଦୁ - ହାଁ- ହାଁ-

- মন্টু - খেলছিলাম ।
- দাদু - খালি খেলা ! কোন কাজ করতে পার না ?
- মিন্টু - আমরা যে কচি-কাঁচ ! কি কাজ করতে পারি ?
- দাদু - ব-টে ! এক এক জন বাঁদরের স্যাঙ্গৎ। তোদের উৎপাতে কারো গাছে
ফলপাকড় রাখবার যো নেই। তখন তো একাই একশো কী ? চুপ করে
রইলি যে ? ঐ শুকনো গুঁড়িটা কেউ ঠেলে সরাতে পারিস ?
- ছেলেরা - অত বড় গুঁড়িটা ! কি করে পারবো ? আমরা যে ছেলেমানুষ ।
- দাদু - বটে ! ছেলেমানুষ কি মানুষ নয় ? আচ্ছা, এক এক জন চেষ্টা করে
দেখ । (ছেলেরা একে একে চেষ্টা করলো। কিন্তু কেউই ঠেলে সরাতে পারলে না ।)
- ছেলেরা - পারলাম না, দাদু ! এ যে ভীষণ ভারী ।
- দাদু - ভারী ? আচ্ছা, এবার সকলে হাত লাগাও, ঠেলো-হেঁও ।
(সকলে মিলে ঠেলতে গুঁড়িটা সরে গেল)
- ছেলেরা - আনন্দে কোলাহল করে উঠলো ।
- দাদু - কে অত বড় গুঁড়ি সরালো ?
- ছেলেরা - আমরা সকলে মিলে ।
- দাদু - তাহলে দেখা যাচ্ছে, যদি সকলে এক হও, তবে খুব কঠিন কাজও তোমরা
করতে পার । পার না ?
- ছেলেরা - হাঁ দাদু, এটা তো পারলাম ।
- দাদু - অন্য কাজও করতে পারবে । চল তো আজ সকলে মিলে রাস্তার ধারে
বোপ-জঙ্গলগুলো কেটে ফেলা যাক ।
- পল্টু - কিন্তু কাটারি পাব কোথায় ?
- দাদু - ঘোড়া হলেই চাবুক যোগাড় হয় । চল সকলে ।
- ছেলেরা - আচ্ছা, চল দাদু । তোমাকেও আমাদের সঙ্গে হাত লাগাতে হবে । লাঠি-
হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না ।
- দাদু - আমার কোমরে যে বাত, তা হোক । তোদের যখন মাতালাম, তখন
তোরাও আমাকে মাতাবি বৈ কি । চল, ভাই সব ।
(সারিবদ্ধ হয়ে সকলে প্রস্থানোদ্যত)

(সঙ্কলিত)

অর্থ জেনে নাও

ତେଡ଼େ = ପିଛନେ-ପିଛନେ ଛୋଟା ପାଁଚିଲ = ଦେଓଯାଳ ହାଂପିଯେ = କ୍ଲାନ୍ଟ ହରେ

স্যাঙ্গৎ = বন্ধু, সখা, সহচর **মনিব** = কর্তা **গুঁড়ি** = গাছের কাণ্ড



ଅନୁଶୀଳନୀ

১) শূন্য হান পূর্ণ করো।

- ১) এ ----- কাশি শোনা যাচ্ছে।
২) ----- মতো আমরা কাজকর্ম করতে পারি না।
৩) আজ ----- ছুটি।
৪) বড় ----- পাছে দাদু।

২) সমার্থক শব্দের সঠিক জোড়া লাগাও।

৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ১) ছেলেদের দেখে বুড়ো দাদু কি বললেন ?
 - ২) ছেলেরা কাদের বাগানে পেয়ারা খেতে যাবে ?
 - ৩) ছেলেদের বড় কি পাছিলো ?
 - ৪) ক্ষুদ্র শয়তানের দল কাদের বলা হয়েছে ?

৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো ।

- ১) ছেলেরা আনন্দে কোলাহল করে উঠলো কেন?
 - ২) গুঁড়িটা সরে যাওয়ার পর দাদু ছেলেদের কি বলেছিলেন?

জেনে নাও

ପଦ - ବାକ୍ୟେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକେ ପଦ ବଲେ ।

ପଦକେ ମୋଟ ପାଁଚ ପ୍ରକାରେ ଭାଗ କରା ହ୍ୟ ।

যেমন : ১) বিশেষ ২) বিশেষণ ৩) সর্বনাম ৪) অব্যয় ৫) ক্রিয়া

৭. দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর



অনেক দিন আগের কথা ।

কোলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে
বীরসিংহ নামে এক পল্লীগ্রামে তোমাদের
মতো একটি ছোট ছেলে ছিল । তার বাবা
দরিদ্র ছিলেন । তিনি কোলকাতায় চাকরি
করতেন ।

ছেলেটি বাড়িতে মায়ের কাছে
থাকতো । গাঁয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া
শিখতো । ছেলেটি ছিল খুব চালাক আর
একগুঁয়ে । তার গায়ে ছিল খুব জোর ।
গাঁয়ের ঘন্টা ছেলেরা তার কাছে হেরে
যেত । পড়াশুনাতেও তার সাথে কেউ
পাঞ্চা দিয়ে পারতো না । গুরুমশাই তার

বাবাকে বলতেন,
'তোমার ছেলে একদিন
নাম করবে, বড়লোক
হবে । ওর ওপর নজর
রেখো ।'

একদিন তার বাবা
দেশে গিয়ে তাকে সাথে
করে নিয়ে কোলকাতায়
চললেন ।

তখনকার দিনে
বীরসিংহ থেকে পায়ে

হেঁটে কোলকাতায় আসতে হ'তো ।
ছেলেটি কখন হাঁটে, কখনও বাবার কাঁধে
চড়ে । এমনি করে অনেকটা পথ পার
হয়ে এলো ।

এক জায়গায় এসে ছেলেটি বাবাকে
বললো, 'বাবা, ওই দেখ, পথের পাশে
বাটনা- বাটা শিল পোঁতা রয়েছে ।'

তাঁর বাবা হেসে বললেন, 'ওটা
শিল নয়, ওকে বলে মাইল-পাথর ।'
প্রত্যেক মাইলের শেষে এই রকম এক-
একটি করে পাথর বসানো আছে । এর
গায়ে এক দুই তিন করে সংখ্যা খোদাই

করে রাখা হয়েছে। তাই দেশে পথটা কতখানি তার হিসেব পাওয়া যায়। ঐ পাথরখানার গায়ে ইংরেজীতে লেখা আছে- উনিশ, তার মানে জায়গাটা কোলকাতা থেকে উনিশ মাইল বা সাড়েনয় ক্রোশ বা প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূর।

ছেলেটি পাথরখানির কাছে গিয়ে বললো, ‘তাহলে এটি ইংরেজী একের সংখ্যা আর এটি নয়ের সংখ্যা।’

তার বাবা বললেন, ‘ঠিকই বলেছো।’

ছেলেটি আর কিছু বললো না। চুপচাপ চলতে লাগলো। আর তার বাবা সাথীদের সাথে কথা বলতে বলতে চললেন।

অনেক পথ পার হয়ে এক জায়গায় এসে একটি গাছের ছায়ায় সকলে বিশ্রাম করতে বসলেন। সেখানে একটি মাইল পাথর ছিল। তাতে ইংরেজীতে লেখা ছিল দশ সংখ্যা।

ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, ‘বাবা, আমি ইংরেজী সংখ্যা শিখে নিয়েছি।

বাবা বললেন, ‘কি করে শিখলে?’

ছেলেটি বললে, ‘মাইল-পাথর দেখে।’

ছেলেটির কথা শুনে বাবা অবাক হলেন। কিছু না বলে তাঁরা কোলকাতার দিকে এগিয়ে চললেন। ক্রমে নয়, আট ও সাত সংখ্যা লেখা পাথরও ছেড়ে গেলেন। ছয় সংখ্যা লেখা পাথরখানির কাছাকাছি এসে ছেলের মন অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। ছয়-সংখ্যা-লেখা পাথরখানি যে তাঁরা ছেড়ে গেল ছেলেটি সেদিক খেয়াল করল না। পাঁচ-সংখ্যা-লেখা পাথরখানির কাছে পৌঁছে তার বাবা তাকে বললেন, ‘তোমার হিসেবে এই সংখ্যাটি কত?’

ছেলেটি বললে, ‘এটি হবে ছয়, ভুল করে লিখেছে পাঁচ।’

শুনে তাঁর বাবা প্রফুল্ল হলেন, বললেন, ‘না ঠিকই লিখেছে। ছয় লেখা পাথরখানি তুমি দেখতে পাওনি।’

এই ছেলেটি কে জান? ইনিই আমাদের দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। তিনি অনেক লেখাপড়া শিখে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি পেয়েছিলেন। গরীব-দুঃখীদের প্রতি তাঁর খুব দয়া ছিল। তাই লোকে তাঁকে বলতো ‘দয়ার সাগর’।

(সংকলিত)

অর্থ জেনে নাও

দরিদ্র = গরীব

খোদাই = ক্ষেত্র করা

উপাধি = পদবি

বাটা = পেষন করা।

গুরুমশাই = শিক্ষক মহাশয়

একগুঁয়ে = যে আপনজেদ ছাড়ে না

ক্রোশ = দূরত্বের পরিমাপ বিশেষ

শিল = মশলা বাটার পাথর

মল্ল = পালোয়ান

অনুশীলনী

১) একটি সম্পূর্ণ বাকে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

- ১) ছেলেটি কার কাছে থাকতো ?
- ২) পথে একজায়গায় এসে ছেলেটি বাবাকে কি বলল ?
- ৩) অনেক পথ পার হওয়ার পর সকলে কি করলো ?
- ৪) বিদ্যাসাগরের আসল নাম কি ?

২) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

- ১) দ্যার সাগর কাকে বলা হয়েছে ? তার পিতা ও মাতার নাম লেখ ।
- ২) বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথায় ও কিভাবে ইংরেজী সংখ্যা শিখেছিলেন ?
- ৩) বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন প্রথম কোলকাতায় আসেন তখন কি ভাবে এসেছিলেন ?

৩) বানান কর - পল্লীগ্রাম, প্রফুল্ল, চল্লিশ, মল্ল, দরিদ্র, ক্রোশ

জেনে নাও

১) বিশেষ্যপদ : যে পদের দ্বারা কোন বস্তু, প্রাণী, শ্রেণী, সমষ্টি, স্থান ইত্যাদির নাম বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্যপদ বলে।

যেমন : রাম (ব্যক্তি), মাটি (বস্তু), কোলকাতা (স্থান),
ডাঙ্কার (শ্রেণী) ইত্যাদি।

২) বিশেষণ পদ : যে পদ দ্বারা বিশেষ, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে।

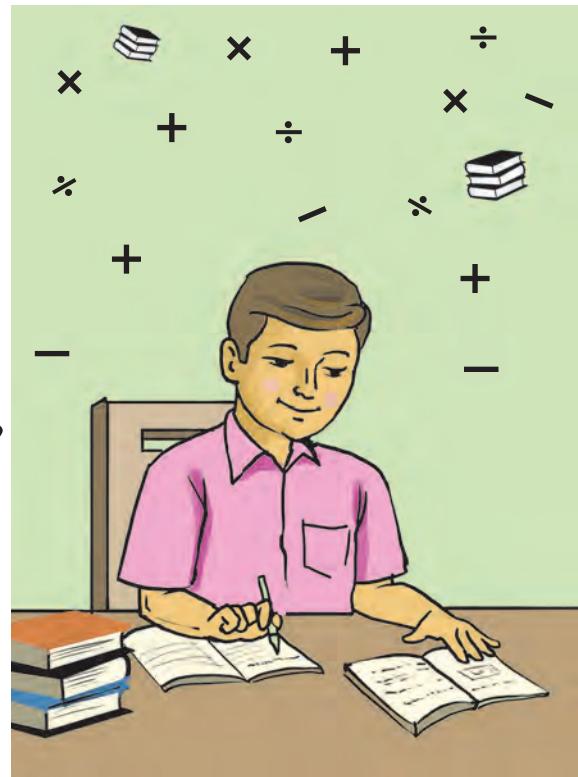
যেমন : ভালো, মন্দ, খারাপ, পাকা, কাঁচা, ধীর, চঞ্চল, পঞ্চাশ
সে রূপবান ও গুণবান। বিশেষণ- রূপবান, গুণবান।



৮. আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাশ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ?
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন
'মানুষ হতেই হবে' এই যার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগ্রহান
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ ?
হাত পা সবারই আছে, মিছে কেন ডয় ?
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয় ?
সে ছেলে কে চায় বল, কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায় ?
মনে প্রাণে খাটো সবে, শক্তি কর দান,
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।



(সংক্ষেপিত)

অর্থ জেনে নাও

বল = শক্তি

পণ = প্রতিজ্ঞা

আগ্রহান = অগ্রসর

চেতনা = জ্ঞান, বোধ

খাটো = পরিশ্রম করা

কল্যাণ = মঙ্গল

আদর্শ = অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তু

অনুশীলনী

১) নীচের প্রশ্নগুলির সম্পূর্ণ বাকে উত্তর দাও :

- ১) আমাদের দেশের ছেলেরা কিসে বড় হবে ?
- ২) আমাদের ছেলেরা কী পণ করবে ?

- ৩) বিপদ এলে ছেলেরা কি করবে ?
 ৪) কারা পিছে পড়ে থাকে না ?
 ৫) কেমন ছেলেকে কেউ চায় না ?
 ৬) ছেলেদের কিভাবে খাটিতে হবে ?
 ৭) কেমন করে দেশের কল্যাণ হবে ?
- ২) বাঁম দিকের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের শব্দ মিলিয়ে নতুন শব্দ গঠন করো :

ছেলে	বড়	যেমন :-	ছেলেমেয়ে
ছোট	মেয়ে		-----
হাসি	পা		-----
বিপদ	বিদেশ		-----
দেশ	আপদ		-----
চোখ	কানা		-----
হাত	কান		-----

- ৩) নিচের কথাগুলির মধ্যে যে কথাটা সঠিক তার পাশে (✓) চিহ্ন এবং যে কথাটা ভুল তার পাশে (✗) চিহ্ন দাও।

আদর্শ ছেলের স্বভাব :

ভোর বেলায় ঘুম থেকে ওঠা।	
গুরুজনদের সম্মান করা।	
ছোট ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করা।	
প্রতিদিন পাঠশালায় যাওয়া।	
কাউকে সাহায্য না করা।	

জেনে নাও

সর্বনাম পদ : বিশেষ পদের পরিবর্তে যে পদ বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে।
যেমন: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা,
 তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওরা ইত্যাদি।

অব্যয় পদ : যে পদের কোনো ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে।

যেমন : আর, ও, অর্থাৎ, যদি, এবং, তবে, বরং যেহেতু

ক্রিয়াপদ : যে পদের দ্বারা কোন কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

যেমন : লিখছে, হাসছে, পড়ছে, নাচছে, খাচ্ছে ইত্যাদি।

আমার পরিচয়

১) নাম : _____

২) পিতার নাম : _____

৩) পাঠশালার নাম : _____

৪) শ্রেণী : _____

৫) পছন্দ : _____

জেনে নাও

১) পুংলিঙ্গ : যে শব্দ দ্বারা পুরুষ জাতির বোধ হয়, তাহাকে পুংলিঙ্গ বলে।

যেমন : বালক, ছেলে, বাবা, ভাই, কাকা, মামা ইত্যাদি।

২) স্ত্রীলিঙ্গ : যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী জাতির বোধ হয়, তাহাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে।

যেমন : মা, বোন, বালিকা, মেয়ে, কাকীমা, মামী, ইত্যাদি।

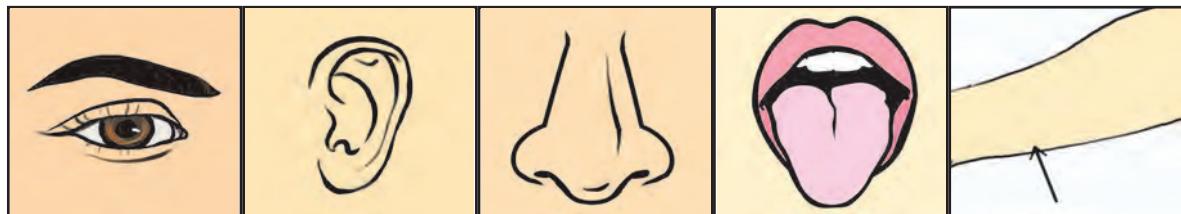
৩) ক্লীবলিঙ্গ : যে শব্দ দ্বারা পুরুষজাতি অথবা স্ত্রীজাতি কাউকেও বোধ হয় না, তাহাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে।

যেমন : গাছ, মাটি, মেঘ, বাতাস ইত্যাদি।



অভ্যাস-১

১) জেনে নাও : পঞ্চ ভানেদ্রিয়



চক্ষু

কর্ণ

নাসিকা

জিহ্বা

হ্রক

২) এলোমেলো অক্ষরগুলি সাজিয়ে বৈজ্ঞানিকদের নাম বলো ও লেখো :

ট

নি

ন

উ

সু

জ

দী

চ

শ

গ

দ্র

ব

লি

লী

ও

গ্যা

ভা

মী

হো

ভা

এ

ক

জে

লা

পী

ম

৩) শ্রেণীকক্ষে নিজের আত্মপরিচয় বলো :

৪) পড়ো ও অনুলেখন করো :

সুগন্ধ, শক্তিমান, দৃষ্টি, বিশ্বাস, স্লেট, লাঙ্গল, এতক্ষণ, সংক্ষেপ, উশ্বরচন্দ্ৰ, কল্যাণ

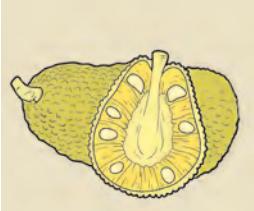
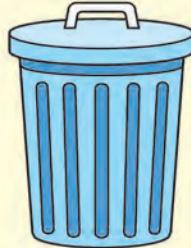
৫) শ্রেণীকক্ষে ব্যাবহৃত বস্তুগুলির তালিকা তৈরী করো :



আকলন : দেখো, পড়ো ও বোৰো

•• ১. আমাকে চেনো (ধাঁধা) ••

ধাঁধার সাথে সঠিক ছাবির জোড় দাও :

<p>পাখি আমি নই তবু আকাশেতে উড়ি, দিন নেই রাত নেই, দেশ বিদেশে ঘূরি</p>	
<p>গাছে ও ডালে থাকি আমি, গায়ে কাঁটা কাঁটা পাকলে ছাড়াও যদি, হাতে লাগে আঠা।</p>	
<p>চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি তিনটি রং নিয়ে, আমায় দেখার পর সকলে চলে পথ দিয়ে।</p>	
<p>সার্বজনিক স্থানেতে আমায় দেখতে পাবে ময়লা মাটি আবর্জনা, আমায় দিয়ে যাবে।</p>	
<p>প্রায় সকলে সাথে করে আমায় নিয়ে চলে, ছবি দেখে ম্যাসেজ করে আরও কথা বলে।</p>	

২. কত ভালবাসি

কামিনী রায়



জড়ায়ে মায়ের গলা শিশু কহে হাসি,-
 “মা, তোমায় কত ভালোবাসি !”
 “কত ভালবাস ধন ?” জননী শুধায়।
 “এ-ত।” বলি দুই হাত প্রসারি দেখায়।
 “তুমি মা আমারে ভালবাস কতখানি ?”
 মা বলেন “মাপ তার আমি নাহি জানি ।”
 “তবু কতখানি, বল !”
 “যতখানি ধরে
 তোমার মায়ের বুকে ।”
 “নহে তার পরে ?”
 “তার বেশি ভালবাসা পারি না বাসিতে ।”
 “আমি পারি !” বলে শিশু হাসিতে হাসিতে !

অর্থ জেনে নাও

শিশু = বাচ্চা, অতি অল্প বয়স্ক

জননী = মাতা, মা, জন্মদাত্রী

শুধায় = জিঙ্গাসা করা

প্রসারি = ব্যাপক

অনুশীলনী

১) শুন্য স্থানে সঠিক শব্দ বসাও :

তুমি মা আমারে ----- কথখানি

----- বলেন ‘মাপ’ তার আমি নাহি জানি ।

তবু ----- বল ।

যতখানি ----- ।

২) মিত্রাক্ষরী শব্দ কবিতা থেকে বেছে নিয়ে লেখো ।

যেমন : আসি-বাসি

৩) এক বাকে উত্তর লেখো :

১) শিশু মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কি বলছে ?

২) মা কিসের মাপ জানেনা ?

৩) ভালবাসার মাপ শিশু মাকে কিভাবে দেখাল ?

৪) ‘কত ভালবাসি’ কবিতাটি কে লিখেছেন ?

৪) শব্দের অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো ।

১) জননী - _____

২) ধন- _____

৫) বিপরীত শব্দ লেখ ।

১) শিশু x ২) ছোট x ৩) হাসি x

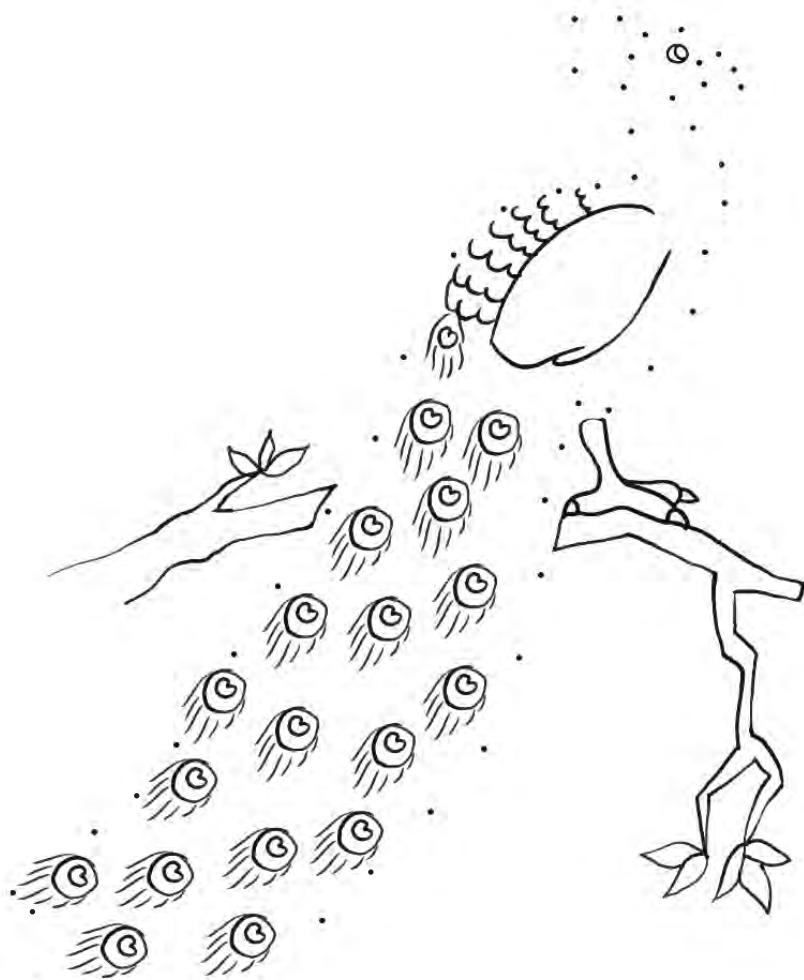
৬) তোমার নিজের মায়ের সম্বন্ধে তিন-চার বাক্য লেখো ।



শিল্পকলা : দেখো, বোবো ও বিন্দু জুড়ে ছবি তৈরী করো।

৩. ময়ূর

নিচে দেওয়া বিন্দুগুলিতে ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা
ক্রমানুসারে লেখো ও বিন্দুগুলি জুড়ে ছবি তৈরী করো।



৪. লক্ষ্মী সোনা

লক্ষ্মী সোনা ঘুমিয়ে পড়ো রাত হয়েছে বেশ ।

স্বপ্নে তবে দেখতে পাবে লাল পরীদের দেশ ।

তোমার দু'চোখ বুজবে যখন

বিঁঁবিরা সব ডাকবে তখন

চুপি-চুপি চাঁদটা এসে

লাগিয়ে দেবে চুম,

ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি-

পাড়িয়ে দেবে ঘুম ।

ঘুম এসে এই দুচোখ পেতে-

উঠবে যখন গল্লে মেতে

তুমিও তখন কল্লে যাবে-

নীলপরীদের বাগে

তোমরা যেথায় গুনগুনিয়ে-

গান করে যায় ফাগে ।

ফুল সেখানে পাপড়ি মেলে-

প্রজাপতি বেড়ায় খেলে

মৌমাছিরা এ ফুল ও ফুল -

খুঁজতে থাকে মৌ

এখন তুমি চোখটি বুজে-

চুপটি করে শোও ।



(সংকলিত)

অর্থ জেনে নাও

বিঁবিঁ = বিঁবিঁপোকা

চুম = চুম্বন

ভোমরা - ভ্রমর

চুপি = গোপনে

কল্লে = কল্পনায়

মৌ = মধু

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো :

- ১) তোমার দুচোখ বুজবে যখন, ----- সব ডাকবে তখন
- ২) ফুল সেখানে পাপড়ি মেলে ----- বেড়ায় খেলে।
- ৩) ভোমরা যেথায় গুনগুনিয়ে, গান করে যায় ----- |
- ৪) ----- এ ফুল ও ফুল, খুঁজতে থাকে মৌ।

২) কবিতার অন্তর্গত মিত্রাক্ষর শব্দ লেখো :

১) চুম -

২) বাগে -

৩) দেশ -

৪) মেলে-

৩) একটি সম্পূর্ণ বাকে উত্তর দাও :

- ১) লক্ষ্মী সোনা স্বপ্নে কি দেখতে পাবে ?
- ২) বিঁবিঁরা কখন ডাকবে ?
- ৩) ভোমরা কোথায় গুনগুনিয়ে গান করে ?
- ৪) ফুলের পাপড়ির উপর কে খেলে বেড়ায় ?
- ৫) মৌমাছিরা ফুলের কি খোঁজে ?
- ৬) লক্ষ্মী সোনাকে কে ঘুম পড়তে বলছে ?

৪) শব্দের শেষ অক্ষর দ্বারা নতুন শব্দ তৈরী করো (অন্তাক্ষরী) :

যেমন : দেশ

শরীর



রাত



তারা

১) ঘুম -



২) ফুল -

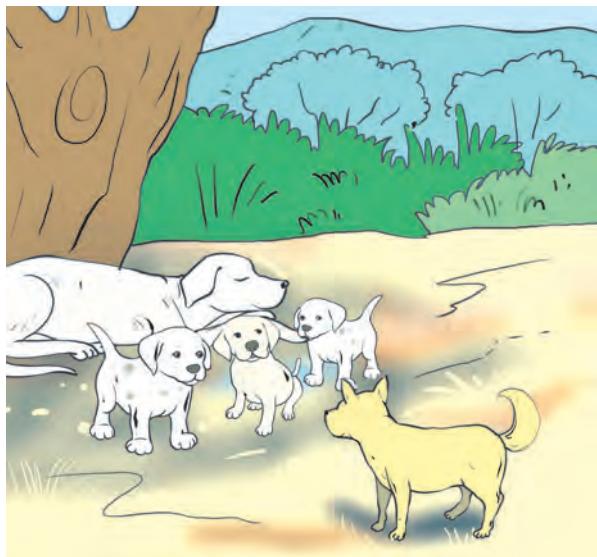


৩) গান -



৫. উচিত শিক্ষা

গ্রামের পাশে একটি ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে গ্রামের এক কুকুর তিনটি বাচ্চা জন্ম দেয়। একদিন জঙ্গলের পথে খাদ্য সংগ্রহের সময় মা কুকুর, একটি মা-হারা বুনো কুকুরের ছানা দেখতে পেল। পরিত্যক্ত বুনো কুকুর ছানাটিকে



দেখে তার মনে করণা জাগলো। সে বুনো কুকুরটিকে সঙ্গে করে আনলো এবং নিজের ছানাগুলির সঙ্গে রাখলো।

চারটি কুকুরছানা একই সঙ্গে বড় হল এবং তারা নিজে নিজে শিকার করা, খাদ্য সংগ্রহ করা এবং জীবন ধারনের কৌশল শিখলো। একদিন সেই বুনো কুকুরটির মনে সুস্থ সবল কুকুর ছানাগুলিকে দেখে লোভ জাগে। সে

তিনটি কুকুরছানার কাছে এসে বলে, “কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি তোকে খাচ্ছি। স্বপ্নটাকে সত্য করতে আজ আমি তোকে খাব।”

একটি কুকুরছানা তাকে বলল, “তুমি তা করতেই পারো, যদি তুমি নিজের স্বপ্ন সত্য করতে চাও। কিন্তু তার আগে তুমি তিনজন প্রাণীকে জিজ্ঞাসা কর যে আদৌ স্বপ্ন সত্য হয় কি না ? যদি তারা বলে যে, হ্যাঁ স্বপ্ন সত্য হয়, তাহলে আমি নিজেই নিজের মাথাটা তোমায় দিয়ে দেব।”

বুনো কুকুর রাজি হয়ে গেল।

তারা সকলে মিলে প্রথমে একটি ছাগলের কাছে গেল। তারা জিজ্ঞাসা করল, “কোনো স্বপ্ন কি কখনো সত্য হয় ?”

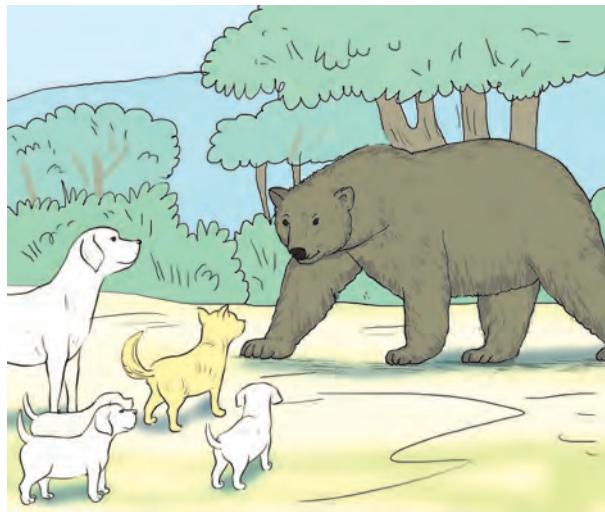
কিছুক্ষন চিন্তা করে ছাগল উত্তর দিল, “হ্যাঁ হতে পারে।”

বুনো কুকুর খুশি হল।

এর পর তারা সবাই মিলে সারস পাখির সঙ্গে দেখা করতে নদীর তীরে এল। বুনো কুকুর একই প্রশ্ন তার কাছেও

ରାଖଲୋ । ସାରସ ଉତ୍ତରେ ବଲି, “କଥନେ
ହୁଁ, କଥନେ ହୁଁ ନା ।”

ଅବଶେଷେ ତାରା ଏକ ଭାଲ୍ଲୁକେର କାହେ
ଏସେ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ହଲ । ବୁନୋ କୁକୁର ଅଧିର
ହୟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲୋ, “ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ବଲବେନ
ସ୍ଵପ୍ନ ସତି ହୁଁ କି ନା ?



ଭାଲ୍ଲୁକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନେର କାରଣ ଓ ନେପଥ୍ୟ
ଶୁଣଲୋ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମନେ-ମନେ

ଭାବଲୋ, ଏହି ବୁନୋ କୁକୁରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭି
ଏବଂ ଅକୃତଜ୍ଞ । ତାକେ ଏକଟି ଶିକ୍ଷା
ଦେଓୟାର ପ୍ରୋଜନ ଆଛେ ।”

ଭାଲ୍ଲୁକ କିଛୁକ୍ଷଣ ନୀରବ ଥାକଲ ।

ବୁନୋ କୁକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିରତାର ସଙ୍ଗେ
ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରଲୋ, “ଆମି ଆପନାକେ
ଜିଜ୍ଞାସା କରଛି ସ୍ଵପ୍ନ ସତି ହୁଁ କି ନା ?”
ଭାଲ୍ଲୁକ ଗର୍ଜନ କରେ ବଲଗେନ, “ହୁଁ ହତେଇ
ପାରେ ଗତରାତ୍ରେ ଆମିଓ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖେଛି ଯେ
ଆମି ତୋମାକେ ଚିବିଯେ ଖାଚି ।

ଭଗବାନକେ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମି ନିଜେଇ
ଆମାର କାହେ ଚଲେ ଏସେହୋ ଖାଦ୍ୟ ହତେ ।”

ଭାଲ୍ଲୁକେର କଥାଶ୍ରନେ ବୁନୋ କୁକୁର
ତୀର ବେଗେ ଛୁଟିତେ ଶୁରୁ କରେ ପାଲିଯେ
ଗେଲ, ସେ ପିଛନ ଫିରେ ଆର ତାକାଳୋ
ନା ।

(ସଂକଳିତ)

ଅର୍ଥ ଜେନେ ନାଓଁ

ଖାଦ୍ୟ = ଖାବାର

ସଂଗ୍ରହ = ସଂକଳନ

ଅଧିର = ଚପ୍ଳଳ

କୌଶଳ = କୁଶଳତା, ନିପୁନତା

ଗର୍ଜନ = ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେ ଆୟୋଜ ଲୋଭି = ଲୋଲୁପ

ସ୍ଵପ୍ନ = ନିଦ୍ରାବନ୍ଧାୟ ବିଷୟାନୁଭବ

ଜିଜ୍ଞାସା = ଜାନିତେ ଇଚ୍ଛା

ପରିତ୍ୟକ୍ତ = ବର୍ଜନ, ପରିତ୍ୟାଗ କରା ଅକୃତଜ୍ଞ = ସେ କୃତ ଉପକାର ସ୍ମରଣ ରାଖେ ନା

ଅନୁଶୀଳନୀ

୧) ଏକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକେ ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲିର ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- ୧) ଜଙ୍ଗଲେ କୁକୁର କଯାଟି ବାଚାର ଜମ୍ବୁ ଦିଯେଛିଲ ?
- ୨) ବୁନୋ କୁକୁରଟିକେ ମା କୁକୁର କୋଥାଯ ଦେଖିତେ ପେଲ ?
- ୩) କୁକୁର ଛାନାରା ସକଳେ ମିଳେ ପ୍ରଥମେ କାର କାହେ ଗିଯେଛିଲ ?

২) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

- ১) বুগো কুকুরটির কথা শুনে ভালুক মনে মনে কি ভাবল ?
- ২) কুকুর ছানারা কোন কোন প্রাণীর কাছে গিয়েছিল ?

৩) বাক্য রচনা করো।

- ১) জঙ্গল : _____
- ২) স্বপ্ন : _____
- ৩) শিক্ষা : _____
- ৪) লোভী : _____
- ৫) ধন্যবাদ : _____

৪) অর্থ লেখো।

- ১) করণা - _____
- ২) শিকার - _____
- ৩) চিন্তা - _____
- ৪) তীর - _____
- ৫) নীরব - _____

৫) এলো মেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরী করো।

- ১) ল জ ঙ - _____
- ২) ব ন জী - _____
- ৩) ল ছ গ - _____
- ৪) ব া পু রন - _____

৬) বিপরীত শব্দ লেখো :

- | | | | |
|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| ১) প্রশ্ন x | <input type="text"/> | ২) শুরু x | <input type="text"/> |
| ৩) জন্ম x | <input type="text"/> | ৪) সুস্থ x | <input type="text"/> |
| ৫) সত্য x | <input type="text"/> | ৬) জ্ঞান x | <input type="text"/> |

৭) পশ্চ ও পাখির তালিকা তৈরী করো।

পশ্চ	পাখি

উপক্রম : বন্য পশুর ছবি সংগ্রহ করো :



৬. সত্যি সোনা

অনেক দিন আগের কথা, স্বর্গ নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামের লোক সবাই একে অপরকে সহকার্য করতো। গ্রামের সবাই খুব আনন্দের সাথে গ্রামের কাজ কর্ম মিলে - মিশে করতো। কিন্তু ঐ গ্রামে



সব থেকে এক বৃন্দ, নাম তার হরিহর। হরিহর একজন বুদ্ধিমানী বা ভাল চাষা বলে গ্রামের লোকে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতো। একদিন বুড়ো চাষা হরিহরের কঠিন অসুখ করেছে। গ্রামের সবাই হরিহর কে দেখতে আসল। হয়তো বাঁচার আশা নেই। শেষ মুণ্ডতে সেই সময়

একমাত্র ছেলেকে ডেকে বলল, ওহে বাপু আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই মাটি থেকে বিদায় নেবার পূর্বে তোমাকে একটা দরকারি কথা বলে যাই।

চাষীর ছেলে খুবই অলস। টাকা পয়সার লোভ তার ঘোলো আনা। তার ধারনা, বাবা অনেক সোনা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। বাবাকে বলল, “বাবা, তোমার লুকানো সোনা কোথায় রাখা আছে তাহা তো বলে গেলে না।”

ছেলের কথা শুনে বাবা বললেন, “সেই কথা বলব বলেই তো তোমাকে ডেকেছি।” শোনো, এই যে আমাদের চাষের জমি দেখছ, এই জমির নীচেই পোঁতা আছে লুকানো সোনা। আমি চোখ বুঝালে তুমি তা খুঁজে বের করে নিও। ওই কথা কয়টি বলেই হরিহর চিরদিনের মতো চোখ বুজল, ছেলেটা পাশে দাঁড়িয়ে যেন এক বার মৃদু হাসি হাসল। সে মনে-মনে খুবই আনন্দিত হল।”

ছেলের চোখ দুটো লোভে চক্র চক্র করে ওঠে। বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে তার বউকে বলল, “বাবা তো বলে

গেল, আমাদের জমির নীচে সোনা পোঁতা আছে। কিন্তু সোনা ঠিক কোন জায়গায় আছে তা তো বাবা বলে গেল না !

ছেলের বউ খুব একটা বুদ্ধিমতী। সে বলল, তোমার গোটা জমিটা খুঁড়েই দেখতে হবে কোথায় আছে সোনা।

ছেলে জমি চাষ-আবাদ করার কথা ভাবতে পারে না। সে চিরকাল শুয়ে বসে কাটিয়েছে। কিন্তু সোনার লোভ বড়ো লোভ। আবার আলসেমির রোগও কম নয়। তাই সকালে ওঠে সে কেবল গড়িমসি করে। বউ যখন মনে করিয়ে দেয় সোনা খোঁজার কথা, তখন সে তাড়াতাড়ি করে। জমির মধ্যে অজানা কোথায় সোনা পোঁতা আছে তার ঠিক নেই। কে যাবে খোঁড়া খুঁড়ি করতে? তার চেয়ে নাক টেনে ঘুমানো অনেক ভালো। বউ বলে, তুমি মজুর লাগিয়ে জমি খোঁড়াওনা। সোনা যদি পাও তবে আমাদের কপাল ফিরে যাবে। ঘরে চুপচাপ বসে থেকে কি লাভ? বাবা যখন বলেছেন তখন একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

বউয়ের পরামর্শ শুনে অলস ছেলে দুজন মজুর ডাকিয়ে জমি খুঁড়তে লাগিয়ে দেয়।

তার বউ আবার এসে বলে, “ওদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থেকো না যেন। তুমি কোদাল, সাবল নিয়ে যাও। তা না হলে ওরা যদি সোনার কলশ পেয়ে যায় তবে সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ।

ছেলে ভাবল যে তার বউ ঠিক কথাই বলছে। ওদের বিশ্বাস কি? ওরা যদি সোনার কলশ সরিয়ে ফেলে তবে সব চেষ্টা বৃথা। তাই সেও একটা কোদাল, সাবল নিয়ে কাজে লেগে যায় মাঠে। কাজ করতে-করতে ওদের উপর নজর রাখার সুবিধে হবে। যত মাটি খোঁড়ে চাষীর ছেলে, তত সোনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে।

কিন্তু সকাল থেকে সঙ্গে পর্যন্ত পাঁচ বিঘে জমি খোঁড়া খুঁড়ি করেও কোথাও এতটুকু সোনা পাওয়া গেল না। রাগে বিরক্তিতে অস্থির ছেলে তখন তার বউকে বলল, বাবা নিশ্চয় আমায় বোকা বানিয়েছেন। সোনা-দানা কিছুই নেই। মিছি-মিছি আমায় খাটিয়ে মারলে।”

বউ হেসে বলল, কিন্তু দেখ, জমিটা এখন ঠিক চাষ করার মতো হয়েছে।

ছেলে তার বউয়ের মুখের দিকে তাকাল, বউ বলল, আর ক’দিন পরেই

বৃষ্টি নামৰে । এই তো বীজ বোনার সময় । বাবা প্রতি বছর এই সময় জমিতে ধান চাষ করতেন, কী সুন্দর ফসল হতো ।

শুনে ছেলে ভাবল, জমিটা যখন খুঁড়েই ফেলা হয়েছে তখন ওটা এমনি ফেলে না রেখে চাষ করে ফেলাই ভালো । তার বউ হাট থেকে সব চেয়ে সেরা ধানের বীজ কিনে আনল । স্বামী সকাল থেকে সঙ্গে পর্যন্ত ক্ষেতে কাজ করে । বউ তার জন্য খাবার নিয়ে যায় । অলস স্বামীকে এই ভাবে কাজ করতে দেখে গর্বে বুক ভরে যায় তার ।

তার পর যথাসময়ে বৃষ্টি নামল । সে বছর বৃষ্টিও খুব ভালো হলো । অল্প দিনের মধ্যে ক্ষেতে ভরে গেল ধানে । মাঠ ভরা পাকা ধানের রাশি দেখে মনে হলো সত্যি কে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে মাঠে ।

বউ বলল, “দেখো, বাবা মিথ্যে বলেন নি, সত্যি সত্যি সোনা ফলেছে মাঠে ।”

ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে । জমিতে যে এত ভালো সোনার ফসল ফলে তা সে এই প্রথম জানল ।

ফসল কাটার পর তা হাটে বিক্রি



করে এক থলি টাকা পেল চাষীর ছেলে । বাড়ি ফিরে সে বউকে বলল, “এই দেখো কত টাকা ।” আমার ধারণা ছিল না যে, এই জমি চাষ করে এত রোজগার করা যায় ।

বউ খুব খুশী । এই তার স্বামীর প্রথম রোজগার । হেসে বলল, তা হলে বাবার কথাই ঠিক তো ? জমিতে সত্যিই সোনা পোঁতা আছে ।

মাথা নেড়ে ছেলে জবাব দিল, ঘোলো আনা । আজ আমি বুঝেছি যে বুদ্ধি খাটালে আর কঠোর পরিশ্রম করলে তার পুরস্কার পেতে দেরি হয় না ।

ছেলেটি মনে মনে বাবাকে স্মরণ করে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং বলল বাবা, আমাকে ক্ষমা করে দিও ।

“পরিশ্রম সৌভাগ্যের মূল ।”

(সংকলিত)

অর্থ জেনে নাও

যোগো আনা = পুরোপুরি

গড়িমসি = আলসেমি

মরিয়া = উতলা

পরিশ্রম = খাটুনি, মেহনত.

শস্য = ফসল

ধারণা = বোধ, নিশ্চয়

অনুশীলনী

১. একটি বাকে উত্তর দাও।

- ১) বুড়ো চাষীর সংসারে কে-কে ছিলেন ?
- ২) চাষীর ছেলেটি কেমন প্রকৃতির ছিল ?
- ৩) ছেলেটার স্ত্রী হাট থেকে কিসের বীজ আনল ?
- ৪) মরার পূর্বে বৃন্দ চাষা ছেলেকে কী বলেছিল ?
- ৫) জমিতে সোনার ফসল দেখে স্ত্রী কী বলল ?

২. শুন্য হানে সঠিক শব্দ লেখো।

(চকচকে, গয়না, দামি, ঝলমলে)

১. পিতলের থালাটা সোনার মতোই
২. পাকা ধান সোনার মতোই
৩. শুধু সোনা দিয়ে বানানো যায় না।
৪. রূপো চকচকে হলেও সোনার চেয়ে কম

৩. উচিং জোড়া দাও।

‘ক’

‘খ’

- | | | |
|---------------------------|----------|----------------------|
| ১. ছেলের চোখ দুটো লোভে | () | (অ) বুদ্ধিমতী |
| ২. চাষীর ছেলের বউ ছিল খুব | () | (আ) চক চক করে ওঠে। |
| ৩. বউ বলেছিল, সোনা পেলে | () | (ব) হাটে বিক্রি করে। |
| ৪. ফসল কাটার পর | () | (ক) কপাল ফিরে যাবে। |

৪. দুই-তিন বাকে উত্তর দাও।

১. চাষীর ছেলের বউ কোন সময়কে বীজ বোনার উচিৎ সময় বলেছে ?
২. ‘সত্যি সোনা’ কাহাকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ?
৩. চাষীর ছেলে ফসল বিক্রি করে বাড়ি ফিরলে, তার স্ত্রী কী কারণে খুশী হয়ে ছিল ?

৫. নির্দেশ অনুসারে প্রশ্নের উত্তর দাও।

১. নীচে দেওয়া শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে নতুন শব্দ তৈরী করো।

আমার - _____

বাতাস - _____

ধান - _____

২. নীচে দেওয়া শব্দের মধ্য অক্ষর দিয়ে নতুন শব্দ তৈরী করো।

তরল - _____

সোনার - _____

সকাল - _____

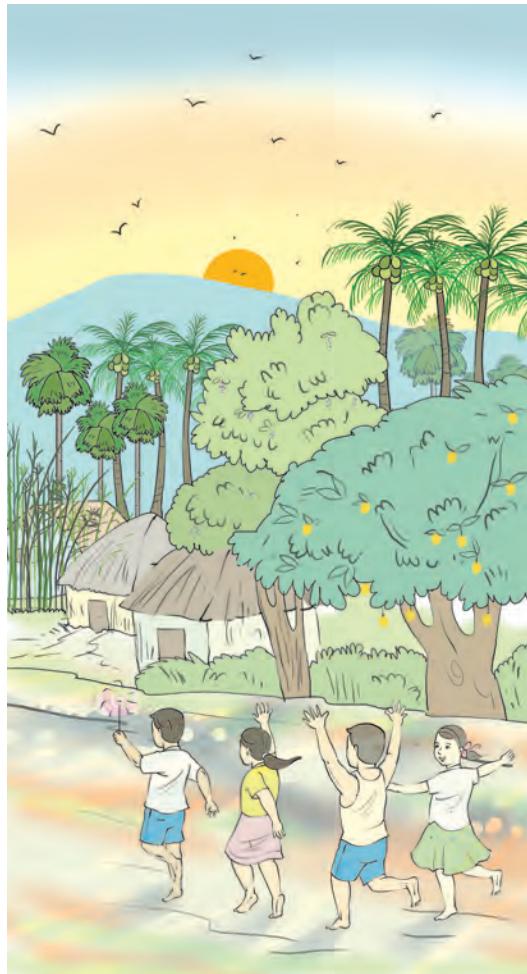
৬. ‘সত্যি সোনা’ গল্পটির সাহায্য নিয়ে তুমি এই ধরণের অন্য গল্প সংগ্রহ করো এবং শ্রেণীতে বলো।



৭. আমাদের গ্রাম

বন্দেআলী মিএগা

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর
 থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
 পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
 একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
 তিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
 পিতামাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।
 আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
 আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
 মাঠভোরা ধান আর জল ভোরা দিঘি,
 চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
 আমগাছ জামগাছ বাঁশবাড় যেন,
 মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
 সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে
 পাখি ডাকে, বায়ু বয় নানা ফুল ফোটো।



অর্থ জেনে নাও

গাঁয়ে = গ্রামে

সদা = সবসময়

ডরি = ভয় পাই

দিঘি = সরোবর

আত্মীয় = আপনজন

সেথা = সেখানে

একার্থক শব্দ

চাঁদ = চন্দ, শশী, সুধাকর

রবি = সূর্য, দিনমণি, দিবাকর

বায়ু = বাতাস, হাওয়া, পর্বন

১) মিল্যুক্ত শব্দ লেখো :

- | | | | |
|----------|----------------------|------------|----------------------|
| ১) ভাই - | <input type="text"/> | ২) করি - | <input type="text"/> |
| ৩) ঘর - | <input type="text"/> | ৪) যেন - | <input type="text"/> |
| ৫) ফোটে- | <input type="text"/> | ৬) প্রাণ - | <input type="text"/> |

২) একটি সম্পূর্ণ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- ১) গাঁয়ের ঘরগুলো কেমন ?
- ২) গ্রামের গাছপালা দেখলে কী মনে হয় ?
- ৩) কবি গ্রামকে কাহার সঙ্গে তুলনা করেছেন ?
- ৪) ছেলেমেয়েরা একসাথে কোথায় যায় ?
- ৫) গাঁয়ে লোকজন কী ভাবে বাস করে ?

৩) বাক্য রচনা করো :

যেমন : বাঁশৰাড় - বাঁশৰাড়ে মশার প্রকোপ বাড়ে

- ১) মাঠভরা- _____
- ২) ঝিকিমিকি- _____
- ৩) জলভরা- _____

৪) বাম দিকের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের শব্দ মিলিয়ে নৃতন শব্দ তৈরী করো:

আপন	রবি	যেমন :	আপনপর
মিলে	ঝাড়		
সোনার	পর		
পাখি	মিশে		
বায়ু	ডাকে		
বাঁশ	বয়		

অভ্যাস-২

১) ছবি দেখো ও তার নাম বলো :



২) জেনে নাও :

- নবগ্রহের নাম : ১) বৃথ ২) শুক্র ৩) পৃথিবী ৪) মঙ্গল
 ৫) বৃহস্পতি ৬) শনি ৭) ইউরেনস ৮) নেপচুন ৯) পুটো

৩) এলোমেলো অক্ষরগুলি সাজিয়ে ফুলের নাম বলো ও লেখো :

কী কে ত ব ল ক উ থ ি ম ঁ স ং র্য ল্ল ি ক া ম ল ফ ঁ ল ব এ

--	--	--	--	--

৪) পড়ো ও অনুলেখন করো :

জিঞ্জাসা, সুন্দর, স্বপ্ন, ঝিঁঝি, কল্পনা, জঙ্গল, পরিত্যক্ত, অত্যন্ত, প্রয়োজন,
 বুদ্ধিমান, পূর্ব, নিশ্চয়

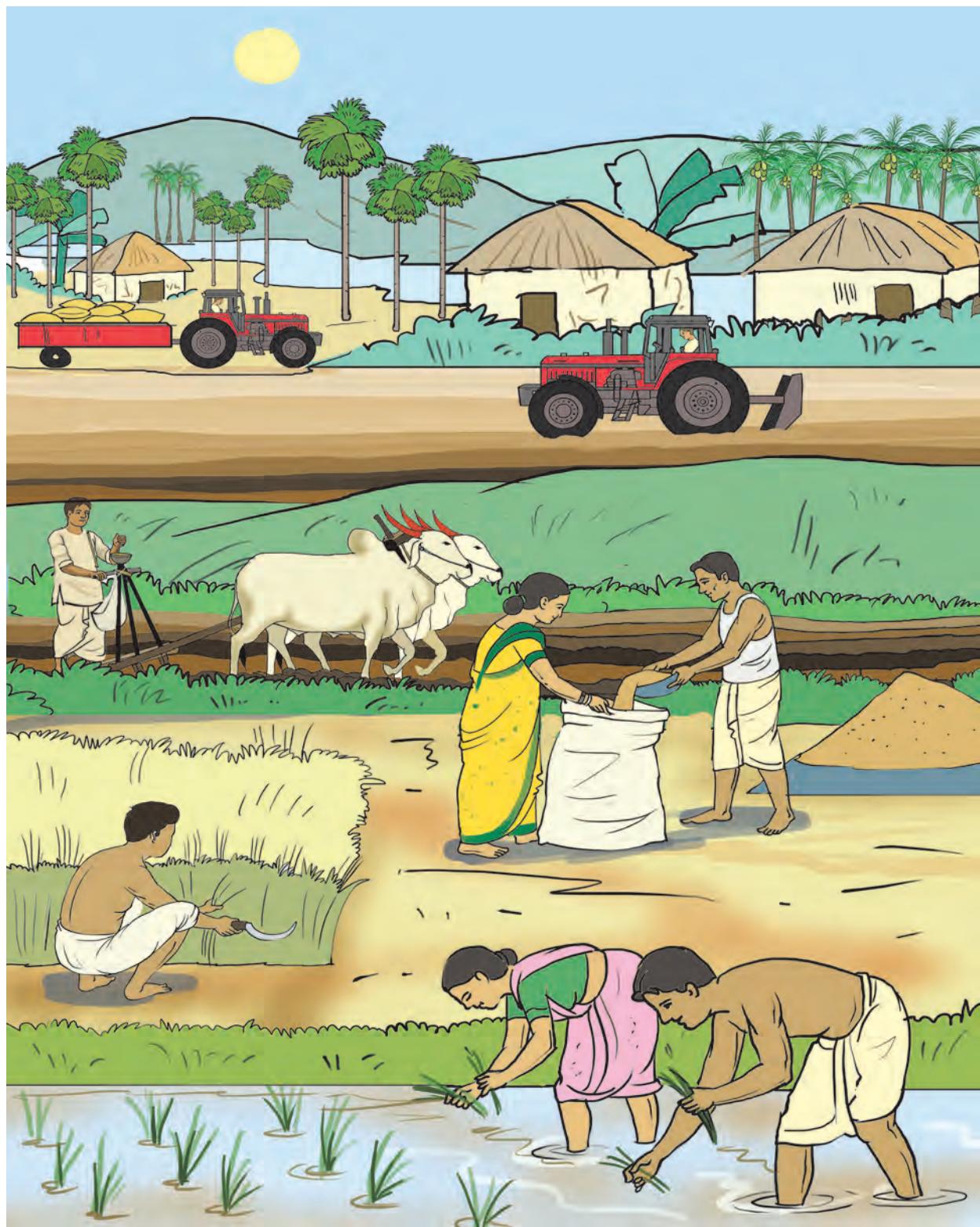
৫) খাদ্য পদার্থের তালিকা তৈরী করো :

--

৬) বাক্যগুলি পড়ো ও বাক্যের শেষে দাঢ়ি (।) অথবা প্রশ্নসূচক (?) চিহ্ন বসাও:

- ১) স্বর্গ নামে একটি গ্রাম ছিল
 ২) স্বপ্ন সত্য হয় কি-না
 ৩) এই ছেলেটি কে চেনো
 ৪) চাষীর ছেলে খুবই অলস

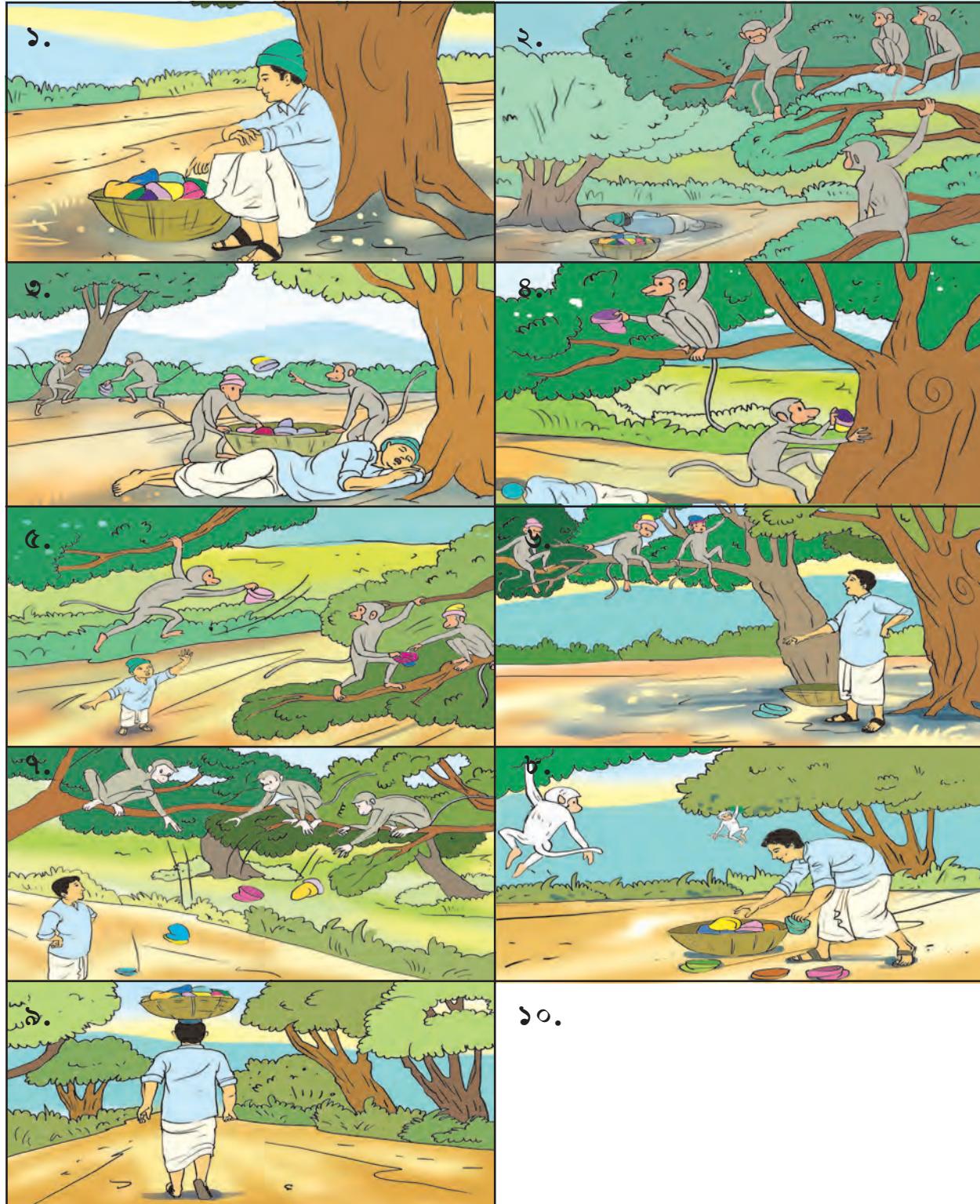




দেখো, বোৰো ও লেখো।

চিৰণ

১. টুপিওয়ালা ও বানর



২. ভোরের পাখি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ভোরের পাখি ডাকে কোথায়
ভোরের পাখি ডাকে,
ভোর না হতে ভোরের খবর
কেমন করে রাখে !
এখনো যে আধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালি-বরন পুছ ভোরের
হাজার লক্ষ পাকে।
ঘূমিয়ে -পড়া বনের কোণে
পাখি কোথায় ডাকে।
ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি,
কোন অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি !

- সংক্ষেপিত

অর্থ জেনে নাও

ভোর = প্রভাত, সকাল

আঁধার = অন্ধকার

নিশি = রাত

আভাস = ইঙ্গিত, অস্পষ্ট প্রকাশ

বরন = রং

অনুশীলনী

১) শুন্যস্থান পূর্ণ কর।

কালি বরন ভোরের

হাজার লক্ষ ।

..... পড়া বনের কোনে

..... কোথায় ডাকে ।

২) একটি বাক্যে উত্তর লেখো ।

১) ভোর হলে কে ডাকে ?

২) নিশি কোথায় জড়িয়ে আছে ?

৩) ভোরের পাখি এই- কবিতার কবি কে ?

৩) প্রত্যেক স্তুতি থেকে শব্দ জুড়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরী করো ।

স্তুতি ‘অ’	স্তুতি ‘ব’	স্তুতি ‘ক’
আমি	সকল	ডাকে
ভোরের	পাখি	পাকে
হাজার	লক্ষ	দেখেছি
জড়িয়ে আছে	ছোট	দিশি

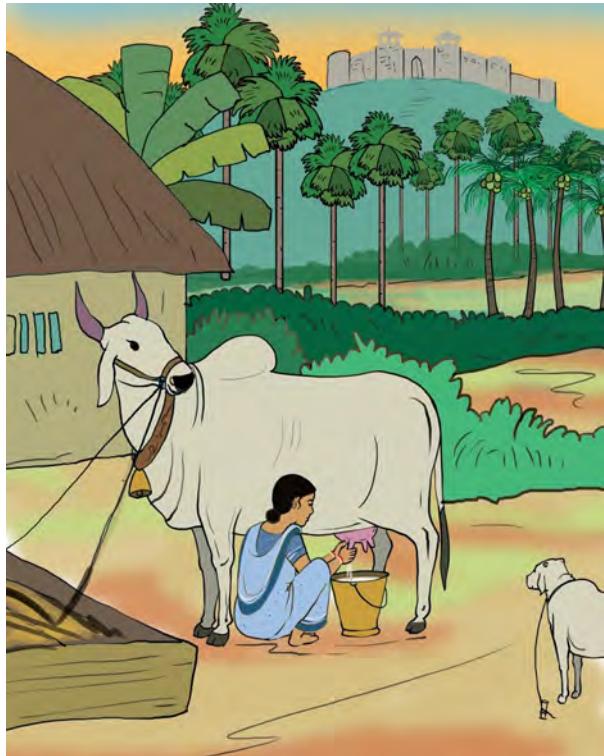
যেমন - আমি পাখি দেখেছি ।

উপক্রম : বিভিন্ন প্রকারের পাখির ছবি সংগ্রহ করে তার নাম লেখো ।



৩. হিরা-কুনি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুৱ



গোয়ালিনীর নাম হিরা, গাইটির নাম কুনি। হিরার একটি এক মাসের ছেলে, গাইটির একটি এক মাসের বাচুর। হিরা দুধ বেচতে চলে রায়গড়ের পাহাড় ভেঙ্গে বর্গিরাজার কাছে। কুনি-গাইয়ের টাটকা দুধ রাজা খায়, বাচুরটি কাঁদতে থাকে, হিরার মনে কোনোদিন ব্যথা বাজে না। দুধ দুইবার বেলায় কুনি-গাই থেকে-থেকে তার বাচুরকে ডাকে, বাচুর ছুটে আসতে চায়, হিরা তাকে ফিরিয়ে দেয়, খোঁটায় বেঁধে রাখে।

হিরা সকাল বিকাল দুধ দুয়ে নিয়ে বেচতে যায় বর্গির কেল্লায়, সেখান থেকে ফিরে আসে অন্ধকারের আগে। প্রথমে নিজের ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, ঘুম পড়ায়, তার পর বাচুরকে নিয়ে কুনির কাছে ধরে। বাচুর তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুধ খায়। কুনি বাচুরের গা চেঁটে তাকে ঘুম পড়ায়। তাই দেখে হিরা খুব আনন্দিত হয়। এই ভাবে তাদের দিন যায়।

একদিন হিরা কেল্লায় দুধ বেচতে গেল। সেখানে দুধের দাম চোকাতে রাজার খাজাঞ্চি করল দেরি। সন্ধ্যার ঘড়ি পড়ল, কেল্লার ফাটক ঝনাঁ করে বন্ধ হয়ে গেল। হিরা বলল, -“দোর খোলো।” সেপাই বললে, “হ্রুম নেই।” হিরার প্রাণ ছটফট করে ছেলের জন্য। সে কেঁদে বলে, “বাছা আমার না খেয়ে রয়েছে, পায়ে ধরি দোর খোল।” বর্গিরাজার কড়া পাহারা, দোর খোলে না। হিরার বুক টন টন করে ছেলেকে দুধ দিতে, দোরের শিকল ধরে

ନାଡ଼ା ଦିଯେ ବଲେ, “ଏକଟିବାର ଖୋଲୋରେ ଖିଲ ।” ଲୋହାର ତାଳା ଘନ୍ଧାନ କରେ ଜାନାଯ - ହୁକୁମ ନେଇ । ବେଳା ପଡ଼ଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେବତାର ମନ୍ଦିରେର ଠିକ ଉପରେ ଦେଖା ଦିଲ । ରାତରେ ପାଥିରା ଡାନା ମେଲେ ଉଡ଼େ ଚଲଲ ବାସାଯ । ହିରା କେଂଦେ ବଲଲେ, “ଓରେ, ଡାନା ପାଇ ତୋ ଉଡ଼େ ଯାଇ ବାଛାର କାଛେ- ସେ ସେ ନା ଖେଯେ ମରେ ।”

ପାହାଡ଼େର ନୀଚେଟି ହିରାର ସର, ସେଖାନ ଥେକେ କୁନି ଗାଇ ତାର ବାଚୁରକେ ଡାକ ଦିଚ୍ଛେ ଶୋନା ଗେଲ । ହିରା ଦୁର୍ଧେର ଖାଲି ବାଟି ଆହାଡ଼େ ଭେଙ୍ଗେ ଉଠେ ଦାଡ଼ାଂଳ, କୋମର ବେଁଧେ ପଥେର ସନ୍ଧାନେ ଚଲଲ ।

ରାଯଗଡ଼େର ପୁରାନୋ ବୁରୁଙ୍ଜ- ଚାରିଧାରେ ପାହାଡ ଖାନିକ ଧ୍ୱେ ଗେଛେ, ଏକଟା ଅଷ୍ଟଥଗାଛ ତାର ଉପର ବୁଁକେ ପଡ଼େଛେ- ସେଖାନଟାଯ ଅର୍ଧେକ ରାତେ ଚାଁଦେର ଆଲୋ ପଡ଼ଲ । ହିରା ଦେଖଲେ ପାଥରଗୁଲୋ କୁମିରଦେର ଦାଁତର ମତୋ ଖୋଚା ଖୋଚା, ଝକ ଝକ କରଛେ । ହିରା ସେଇ ପଥେ ଆପ୍ତେ ଆପ୍ତେ ନାମତେ ଥାକଲ ଏକଟିର ପର ଏକଟିତେ ପା ରେଖେ । ତଥନ ରାତ ଫୁରିଯେ ସକାଳ ହଚେ । ସରେ ଗିଯେ ହିରା ଦେଖେ ଛେଲେଟା କେଂଦେ କେଂଦେ ସୁମିଯେ ଗେଛେ । ହିରା ସୁମନ୍ତ ଛେଲେକେ ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଦୁଧ ଦିତେ ଲାଗଲ, ଦଡ଼ି ଛିଁଡ଼େ କୁନିର ଉପବାସୀ ବାଚୁର



ଦୁଧ ଥେତେ ଥାକଲ । ହିରା ସେଦିନ ତାକେ ତାର ମାଯେର କାଛ ଥେକେ ସରିଯେ ଦିଲେ ନା । ବେଳା ହଲ । ରାଯଗଡ଼େର ବର୍ଗିରାଜା ସୁମ ଭେଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଧେର ଜନ୍ୟେ ଡାକାଡ଼କି କରତେ ଲାଗଲେନ । ହିରା ଆଜ ଦୁଧ ଆନେନି, ସେପାଇ ଛୁଟିଲ, ସାନ୍ତ୍ରୀ ଛୁଟିଲ - ହିରାର ସରେ ଦୁଧ ଆନତେ । ହିରା ବଲେ, “ଦୁଧ ନେଇ ଶୁକିଯେ ଗେଛେ ।” ବର୍ଗିରାଜାର ସେପାଇ ତା ଶୁନବେ କେନ ? ହିରାକେ ଧରେ ନିଯେ ଗେଲ କେଲ୍ଲାୟ । ରାଜା ଶୁନଲେନ ସବ କଥା, ହିରାକେ ତାର ଗ୍ରାମଖାନି ଜାଯଗୀର ଦିଲେନ - ଆର ଯେ ପଥେ ହିରା ପ୍ରାଣ ହାତେ କରେ ନେମେ ଗିଯେଛିଲ, ସେଇ ପଥଟାର ନାମ ଦିଲେନ ‘ହିରା-କୁନି ।’ ହିରା ଦୁଧ ବେଚା ଛେଡେ ଦିଯେ ଚାଷବାସେର କାଜେ ଲେଗେ ଗେଲ ।

অর্থ জেনে নাও

টাটকা = তাজা

উপবাসী = অনাহারী

ডানা = পাখনা

সন্ধান = খোঁজ

খাজাঞ্চি = যে হিসাব রাখে

ব্যথা = শরীরের বা মনের কষ্ট

অনুশীলনী

১) সম্পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও।

- ১) গোয়ালিনীর নাম কি ?
- ২) হিরা কোথায় দুধ বেচতে যেত ?
- ৩) দুধের দাম চোকাতে কে দেরি করল ?
- ৪) হিরা কখন দুধ বেচতে যেত ?
- ৫) হিরার ঘর কোথায় ছিল ?
- ৬) হিরাকে রাজা কি দিলেন ?

২) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

- ১) কারা হিরাকে ধরে নিয়ে গেল এবং কেন ?
- ২) হিরা কেন দুধের খালি পাত্র ভেঙ্গে উঠে-দাঁড়াল ?
- ৩) কুনি কার নাম ? বাচুরকে গা চেঁটে ঘুম পড়ানোর কারণ কী ?

৩) শুনছানে উপযুক্ত শব্দ বসাও।

- ১) কেল্লার ফাটক ----- করে বন্ধ হয়ে গেল।
- ২) দড়ি ছিঁড়ে কুনির ----- বাচুর দুধ খেতে থাকল।
- ৩) হিরা বলে, দুধ নেই ----- গেছে।
- ৪) হিরাকে তার গ্রামখানি ----- দিলেন।
- ৫) হিরা দুধ বেচা ছেড়ে দিয়ে ----- কাজে লেগে গেল।

৪) সমানার্থী শব্দ লেখো।

১) বিকাল = _____ ২) দিন = _____

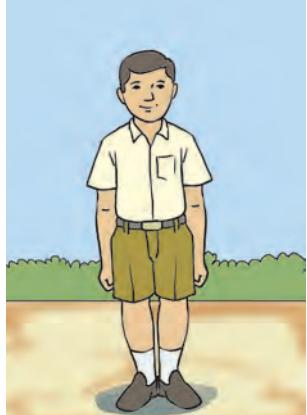
৩) সকাল = _____ ৪) খোঁজ = _____



৪. ব্যায়াম



বিশ্রাম স্থিতিতে দাঁড়াও।



সাবধান স্থিতিতে দাঁড়াও।



এক পায়ে দাঁড়াও।



কাঁধ বরাবর দুই হাত প্রসারিত করো।



হাতদুটি পিছে রেখে সামনের
দিকে বাঁকা হও।



সামনের দিকে বাঁকা হয়ে ডান
হাত দিয়ে বাম পায়ের বুড়ো
আঙুল ধরো ও বামহাত উঁচু করো।

৫. পারিব না



কালীপ্রসন্ন ঘোষ

পারিব না এ কথাটি বলিও না আর
 কেন পারিবে না তাহা ভাব এক বার
 পাঁচ জনে পারে যাহা,
 তুমিও পারিবে তাহা,
 পার কি না পার কর যতন আবার
 এক বারে না পারিলে দেখ শত বার।
 পারিব না বলে মুখ করিও না ভার,
 ও কথাটি মুখে যেন না শুনি তোমার
 অলস অবোধ যারা,
 কিছুই পারে না তারা,
 তোমায় তো দেখি না ক তাদের আকার
 তবে কেন পারিব না বল বার বার ?
 জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার
 হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়
 সাঁতার শিখিতে হলে
 আগে তবে নাম জলে,
 আছাড়ে করিয়া হেলা, হাঁট বার বার
 পারিব বলিয়া মুখে হও আগুসার।

অর্থ জেনে নাও

অলস = শ্রমবিমুখ, আলস

সুখ = আনন্দ, তপ্তি

আগ্নসার = অগ্নসর, অগ্নগামী

হেলা = অবজ্ঞা, অবহেলা

অনুশীলনী

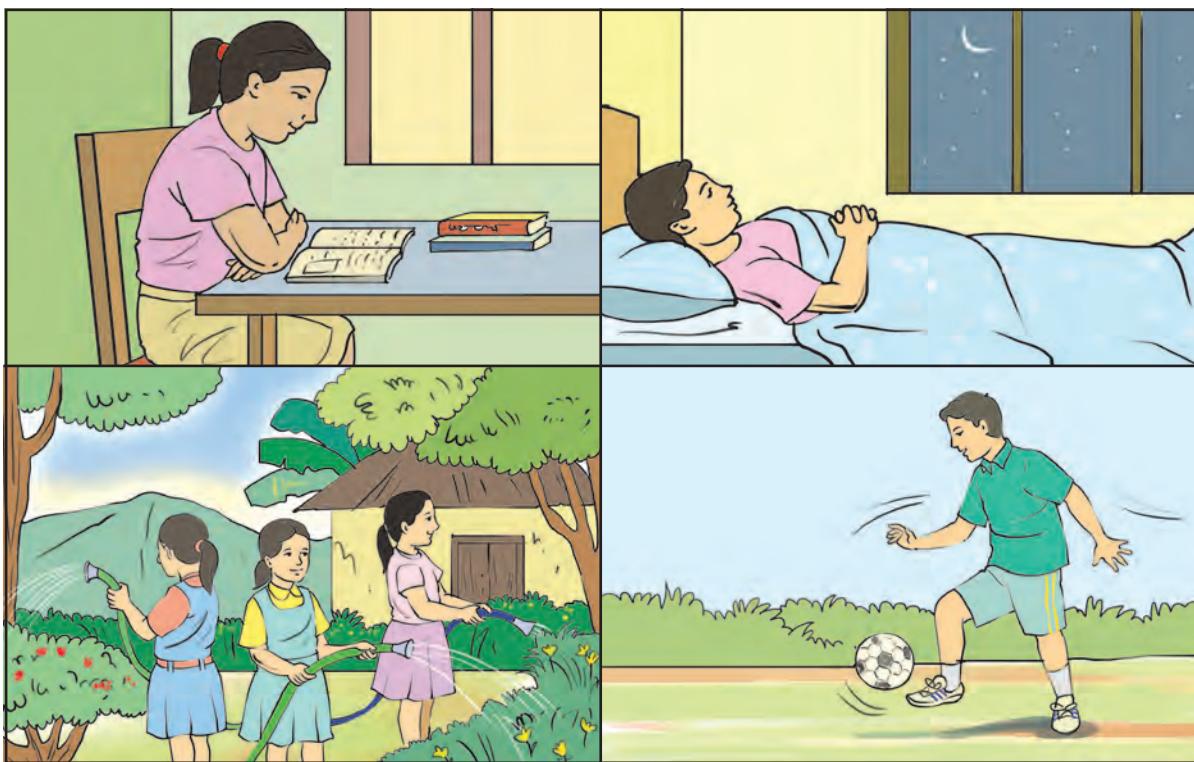
১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

- ১) পার কি না পার কর ----- আবার
- ২) পারিব না বলে ----- করিও না ভার।
- ৩) অলস ----- যারা ।
- ৪) ----- পারে না তারা ।

২) একটি বাক্যে উত্তর দাও।

- ১) কোথায় না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার ?
- ২) কাহারা কিছুই পারে না ?
- ৩) এক বারে না পারিলে কবি কত বার দেখতে বলেছে ?

৩) ছবি দেখো এবং কে কি করছে তা বলো।



৮. অমল ও দইওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৱ

দইওয়ালা : দই-দই-ভালো দই।

অমল : দইওয়ালা, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা।

দইওয়ালা : ডাকছ কেন। দই কিনবে ?

অমল : কেমন করে কিনব। আমার তো পয়সা নেই।

দইওয়ালা : কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন ?

অমল : আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওয়ালা : আমার সঙ্গে ?

অমল : হাঁ, তুমি যে কত দূৰ থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ শুনে আমার
মন কেমন কৰছে।



- দইওয়ালা : (দধির বাঁক নামহিয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কি করছ ?
- অমল : কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখানেই বসে থাকি ।
- দইওয়ালা : আহা বাছা তোমার কি হয়েছে ?
- অমল : আমি জানি নে। আমি তো কিছু পড়িনি, তাই আমি জানি নে আমার কি হয়েছে। দইওয়ালা, তুমি কোথা থেকে আসছ ?
- দইওয়ালা : আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।
- অমল : তোমাদের গ্রাম ? অনে-ক দূরে তোমাদের গ্রাম ?
- দইওয়ালা : আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়ো পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে ।
- অমল : পাঁচমুড়ো পাহাড় - শামলী নদী- কি জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি কবে সে আমার মনে পড়ে না ।
- দইওয়ালা : তুমি দেখেছ ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি ?
- অমল : না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনোকালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম- একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে না ?
- দইওয়ালা : ঠিক বলেছ বাবা ।
- অমল : সেখানে পাহাড়ের গায়ে যে-সব গরু চরে বেড়াচ্ছে ।
- দইওয়ালা : কি আশ্চর্য ! ঠিক বলছ । আমাদের গ্রামে গরু চরে বই কি ? খুব চরে ।
- অমল : মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসী করে নিয়ে যায়- তাদের লাল শাড়ি পরা ।
- দইওয়ালা : বাঃ বাঃ ঠিক কথা । আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যাই, তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয় - কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে ।

- অমল : সত্যি বলছি দইওয়ালা, আমি একদিনও যাইনি। কবিরাজ যে দিন
আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে ?
- দইওয়ালা : যাব বই কি বাবা, খুব নিয়ে যাব।
- অমল : আমাকে তোমার মতো ওই রকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ওই
রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে - ওই রকম দূরের রাস্তা দিয়ে।
- দইওয়ালা : মরে যাই। দই বেচতে যাবে কেন বাবা। এত এত পুথি পড়ে তুমি
পন্ডিত হয়ে উঠবে।
- অমল : না, না, আমি কক্খনো পন্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার
ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে
দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল,
দই, দই, দই-ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।
- দইওয়ালা : হায় পোড়াকপাল এ সুরও কি শিখবার সুর।
- অমল : না না ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে
যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়- তেমনি ওই রাস্তার
মোড় থেকে ওই গাছের সারীর মধ্য দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল,
আমার মনে হচ্ছিল- কী জানি কী মনে হচ্ছিল।
- দইওয়ালা : বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।
- অমল : আমার তো পয়সা নেই।
- দইওয়ালা : না না না- পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু
খেলে আমি কত খুশী হব।
- অমল : তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল ?
- দইওয়ালা : কিছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে
যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

(সংক্ষেপিত)

অর্থ জেনে নাও

বাঁক = ভারয়ষ্টি, বহুনদন্ড

বারণ = নিষেধ

বাছা = শিশু, মেহপাত্র

উদাস = নিরঙ্গসাহ

লোকসান = ক্ষতি

ভাঁড় = মাটির ছোট পাত্র

হাঁকতে = ডাক, উৎরস্বরে চিংকার

অনুশীলনী

১) একটি সম্পূর্ণ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- ১) দইওয়ালা কী বলে হাঁকে ?
- ২) অমলকে কে বেরোতে বারণ করেছে ?
- ৩) দইওয়ালার গ্রামের নাম কী ?
- ৪) দইওয়ালার গ্রাম কোথায় ছিল ?
- ৫) অমলকে দইওয়ালা কী খেতে দিল ?

২) কে, কাহাকে বলেছে :

- ১) আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়ো পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে।
- ২) তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল ?
- ৩) দইওয়ালা, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা।
- ৪) আহা বাছা তোমার কী হয়েছে ?

৩) বাক্য রচনা করো :

যেমন : পয়সা - একশ পয়সায় এক টাকা হয়।

- ১) কবিরাজ _____
- ২) হাঁকতে _____
- ৩) আশ্চর্য _____
- ৪) খুশী _____



৭. ট্রেন

শামসুর রাহমান



ঝক ঝক ঝক ট্রেন চলেছে
রাত দুপুর ওই।
ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে
ট্রেনের বাড়ি কই ?
একটু জিরোয়, ফের ছুটে যায়
মাঠ পেরুলেই বন।
পুলের উপর বাজনা বাজে
বন্ বানাবান্ বন্।
দেশ বিদেশ বেড়ায় ঘুরে,
নেইকো ঘোরার শেষ।
ইচ্ছে হলেই বাজায় বাঁশি
দিন কেটে যায় বেশ।
থামবে হ্যাঁ মজার গাড়ি
একটু কেশে খক।
আমায় নিয়ে ছুটবে আবার
ঝক ঝকাবক ঝক।



অর্থ জেনে নাও

কই = কোথায়

পুল = সেতু

জিরোয় = বিশ্রাম করে

ট্রেন = রেলগাড়ি

বন = জঙ্গল

ফের = আবার

অনুশীলনী

১) একটি বাকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- ১) ট্রেন কেমন করে চলে ?
- ২) ট্রেন চলার সময় পুলের ওপর কেমন বাজনা বাজে ?
- ৩) দেশ-বিদেশে কে ঘুরে বেড়ায় ?
- ৪) মজার গাড়ি কেমন করে থামে ?

২) মিলযুক্ত শব্দ লেখ :

যেমন : ওই - কই

- ১) ঝন্ন -
- ২) শেষ-
- ৩) খক -

৩) কবিতার লাইন পূর্ণ করো :

----- ট্রেন চলেছে

রাত দুপুর ওই।

ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে

একটু জিরোয়, -----

মাঠ পেরংলেই বন।

----- বাজনা বাজে

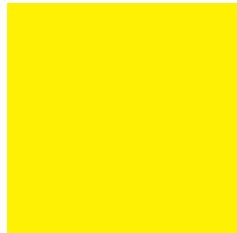
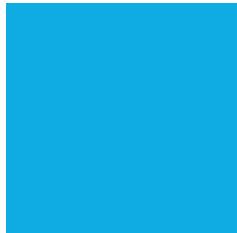
----- ঝন্ন।

উপক্রম : বিভিন্ন যানবাহনের ছবি সংগ্রহ করো এবং তাহার বর্ণনা নিজের খাতায় লেখো।



অভ্যাস-৩

১) রং দেখো, নাম বলো ও লেখো :



২) একার্থক শব্দ জেনে নাও :

- সূর্য - দিবাকর, ভাস্কর, রবি, আদিত্য, ভানু
পৃথিবী - ধরা, ধরণী, জগত, বিশ্ব, ভূবন, ধরিত্রী
আকাশ - গগন, নভঃ, অম্বর, খগ, ব্যোম
জল - জীবন, নীর, সলিল, বারি, উদক
বায়ু - বাতাস, অনিল, সমীর, পবন
অগ্নি - আগুন, অনল, বহি, শিখা, পারক

৩) দেখো ও বলো :



মনিটর



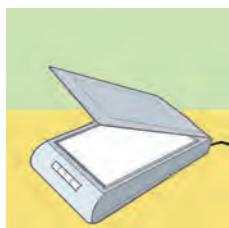
সি পি ইউ



মাউস



প্রিন্টার



স্ক্যানার



স্পিকার



প্রোজেক্টর



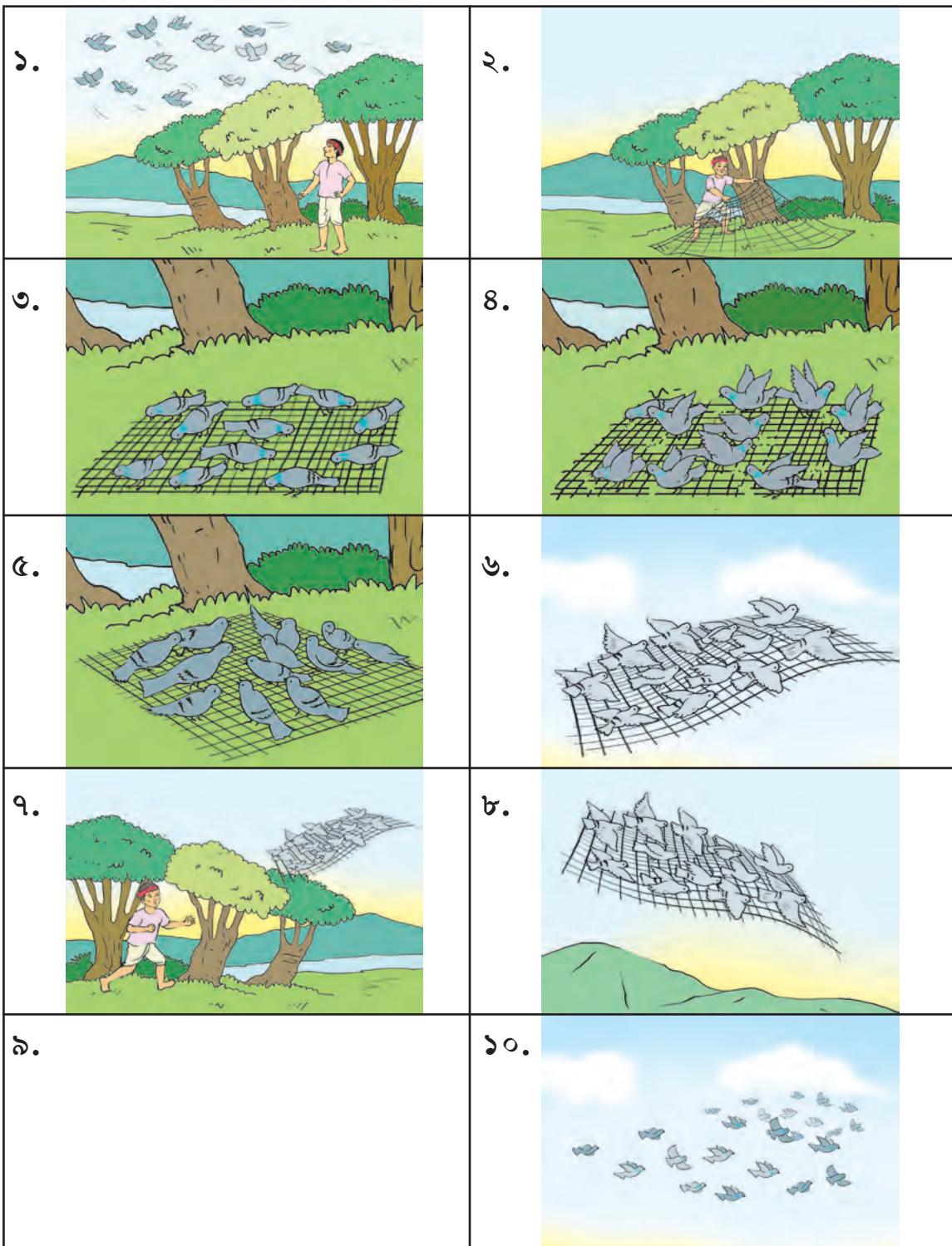
কী-বোর্ড

৪) ব্যায়াম এবং বিভিন্ন আসনের ছবি সংগ্রহ করো :



চিত্রবর্ণন : দেখো, বোনো ও লেখো।

১. একতা



২. সংকল্প

গুরুসদয় দণ্ড



মোরা ছুটব - মোরা খেলব

বসে কুঁড়ে হয়ে থাকব না ।

ছাতি ফাটবে - মাথা ভাঙবে

তবু পরাজয় মানব না ।

মোরা হাসব - ভয় নাশব

বাধা বিপদ্দেতে টলব না ।

প্রাণ খুলব - মান ভুলব

দীন দুঃখীদের ঠেলব না ।

গায়ে খাটব- বন কাটব

মাথা গুঁজে বসে ভাবব না ।

মাটি খুঁড়ব-চাষ জুড়ব

কভু শ্রমে হেলা করব না ।

{ অর্থ জেনে নাও }

কুঁড়ে = অগস

ছাতি = বুকের পাটা

মোরা = আমরা

নাশ = ধ্বংস, বিনাশ

মান = সম্মান, মর্যাদা

দীন = গরীব, দরিদ্র

শ্রমে = পরিশ্রমে

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

মোরা ছুটব - মোরা -----

বসে ----- হয়ে থাকব না।

ছাতি ফাটবে ----- ভাঙবে

তবু ----- মানব না।

২) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে দাও :

১) মোরা বলতে কাদের বলা হয়েছে ?

২) শিশুরা কিভাবে বসে থাকতে চায় না ?

৩) দীন দুঃখীদের প্রতি শিশুরা কী করবে ?

৩) সংকল্প কবিতায় শিশুদের সংকল্পগুলো কি ?

৪) বাক্য রচনা করো :

১) কুঁড়ে _____

২) পরাজয় _____

৩) বাধা _____

৪) শ্রম _____

জেনে নাও

বচন : যার দ্বারা ব্যাক্তি, বস্তু ইত্যাদির সংখ্যা নির্দেশ করা যায় তাকে বচন বলে।

বচন দুই প্রকার : ১) একবচন ২) বহুবচন



৩. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস

১৮৯১ সালে ২৩ শে জানুয়ারী উড়িষ্যায় কটক শহরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা জানকীনাথ বোস এবং মা প্রভাবতী দেৱী। প্রভাবতী দেৱীর ৮ টি পুত্র এবং ৬ টি কন্যা সন্তান ছিল। তার মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নবম সন্তান ছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের বাবা একজন সফল আইনজীবী ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করেছিলেন।

নেতাজী উড়িষ্যার কটক শহরের কলেজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন কিন্তু খেলা ধূলোর দিকে তার মনোযোগ ছিল না।

কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ.পাশ করেন। পরবর্তীকালে তার পিতা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রস্তুতির জন্য তাকে লন্ডনের কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিলেন।



তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় গভীর ভাবে প্রভাবিত ছিলেন, যে তাকে আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে মনে করতেন।

ভারতীয় কৰ্মীদের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচারের খবর শোনার পর, তার প্রতিশোধ নেতৃত্বার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তার একজন ব্রিটিশ শিক্ষক ভারতের ছাত্রদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী সম্পর্কে মন্তব্য করায় নেতাজী সেই শিক্ষককে মারধর করেছিলেন। যার জন্য সুভাষচন্দ্র বোসকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বহিস্থিত করে দেওয়া হয়।

সুভাষচন্দ্র বোসের পিতা চেয়েছিলেন

যে তাঁর পুত্র ভারতীয় সিভিল কর্মচারী হবে। তাই তিনি সুভাষকে ইংল্যান্ডে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসিয়েছিলেন। কিন্তু নেতাজীর নজর তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর ছিল। সেকালে আই.সি.এস. ছিল সব চেয়ে বড় এবং সম্মানীয় চাকরী। কিন্তু স্বদেশ প্রেম ও পরাধীনতা জ্বালা সুভাষের চিত্তে তখন এতই তীব্র যে, তিনি সিভিল সার্ভিস চাকরিটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। তারপর খুব শীঘ্রই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) এর সাথে যুক্ত হন এবং পার্টির প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে এসে তিনি গান্ধীজীর কাছে দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার প্রস্তাব দিলেন। গান্ধীজী তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে কাজ করতে উপদেশ দিলেন। সেদিন থেকেই সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমে পড়লেন।

ইংরেজ শাসকদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে উঠলেন। প্রতিটি স্বদেশী আন্দোলনের সামনে তাঁকে দেখা গেল। ‘অসহযোগ আন্দোলন’ থেকে ‘ইংরেজ ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সর্বত্র নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। ইংরেজ শাসক আতঙ্কিত হয়ে তাকে কারাবদ্ধ করল। এই সময়েই অহিংসাবাদীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এলগিন রোডে অন্তরিন অবস্থায় ছিলেন। সেই সময়ই ছদ্মবেশে উধাও হন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ জানুয়ারীতে তিনি আফগানিস্থানে পৌঁছালেন এবং সেখান থেকে রাসবিহারী বসুর সাথে দেখা করার জন্য জাপানে গিয়ে পৌঁছালেন। ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ এর নেতৃত্ব রাসবিহারী বোস নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। এই সৈন্য নিয়ে মুক্তি বাহিনী তৈরী করে ভারতের সংগ্রামের জন্য ভারতের পথে এগিয়ে আসে। ইংরেজ সৈন্যদের পরাজিত করে ইঞ্চল ও কোহিমায় নেতাজী স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস

‘আজাদহিন্দ’ এর চোখের মণি ছিলেন। নেতাজীর জীবনের শ্লোগান ছিল, ‘জয় হিন্দ’ এবং ‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো’।

১৯৪৫ সালে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। কিন্তু তিনি কি সত্যই বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন? এই নিয়ে এখনো জল্লনা কল্লনা চলছে। নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বোস এমন একজন মানুষ, যার ইতিহাসের পাতায় জমের তারিখ রয়েছে কিন্তু মৃত্যু দিন নেই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত মানুষ পৃথিবীতে বিরল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস স্বাধীনতা সংগ্রামীর চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি যুগের পর যুগ মানুষের মনের অন্তরালে থাকবেন।

(সংকলিত)

অর্থ জেনে নাও

পরবর্তী = পরের

খেতাব = উপাধি

কর্মী = কর্মকারী

সিদ্ধান্ত = নির্ধারণ

উধাও = অদৃশ্য

বহিস্থত

= যাকে বার করে দেওয়া হয়েছে এমন

উৎসর্গ

= কারো উদ্দেশে নিবেদন, সমর্পণ

আন্দোলন

= কোনো কথা নিয়ে তর্ক বা বাদানুবাদ

অনুশীলনী

১) একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর লেখো।

- ১) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাবা কি ছিলেন?
- ২) কার শিক্ষায় নেতাজী গভীর ভাবে প্রভাবিত ছিলেন?
- ৩) সেকালে সব থেকে বড় চাকরী কি ছিল?
- ৪) কিসের নেতৃত্ব রাসবিহারী বোস নেতাজীর হাতে তুলে দিলেন?

২) সত্য ও মিথ্যা লেখ।

- ১) নেতাজী খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন।.....
- ২) নেতাজীর বাবা চেয়েছিলেন তার পুত্র একজন নেতা হবে।.....
- ৩) নেতাজী সবকারি চাকরী ছেড়ে দেন।.....
- ৪) নেতাজীর জীবনের শ্লোগান ছিল আজাদহিন্দ।.....

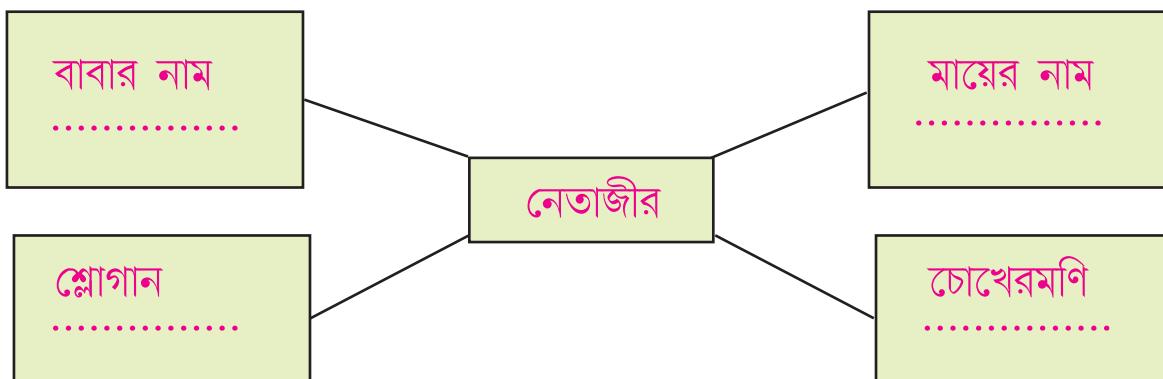
৩) দুই-তিনি বাকে উত্তর লেখো ।

- ১) কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে নেতাজীকে বহিস্থিত করা হয় কেন ?
- ২) কোন দিন থেকে নেতাজী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমে পড়লেন ?
- ৩) নেতাজীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের চিরস্মরণীয় ব্যক্তি বলা হয়েছে কেন ?

৪) কারণ লেখো :

- ১) নেতাজীর বাবা তাকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসিয়ে ছিলেন।
- ২) ইংরেজ শাসক নেতাজীকে কারাবন্দ করলেন।
- ৩) নেতাজী যুগের পর যুগ মনের অন্তরালে থাকবেন।

৫) কৃতি পূর্ণ কর :



৬) এলোমেলো অক্ষর সমূহ দ্বারা মহান বিপ্লবীদের নাম বলো ও লেখো :

ন্দ	তা	সু	ষ	চ	স	বো
বো	স	স	রা	হা	বি	রী
আ	হা	ম	ঙ্গী	গা		
স	বো	দী	ক্ষু	ম	রা	



৪. পিতার নিকট পুত্রের পত্র

০৩ নভেম্বর ২০২০

গড়চিরোলী

পুজনীয়

বাবা,

পত্রে প্রথমে আমার প্রনাম নিবেন। মাকেও আমার প্রনাম জানাবেন। কয়েকদিন যাবত আপনাদের কথা খুব মনে পড়ছিল। গতকাল আপনার চিঠি পেয়ে মনটা ভাল হয়ে গেল। চিঠিতে জানতে পারলাম আপনি আমার অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বেশ চিন্তিত আছেন। আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আমি অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে ‘অ’শ্রেণীতে পাশ করেছি। হোস্টেলে আমার বন্ধুরাও খুব ভালো ফলাফল করেছে। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি নিয়মিত পড়াশুনা করছি। আশা করি বার্ষিক পরীক্ষাতেও অনেক ভাল ফলাফল করব।

আপনি ও মা আমাকে আশীর্বাদ করবেন। আমি ভাল আছি। আপনারা শ্রীরের প্রতি যত্ন নিবেন। টুম্পাকে আমার ভালোবাসা দিবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
রাম / মিরা

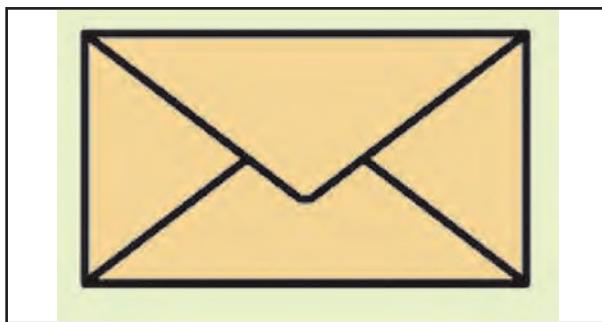
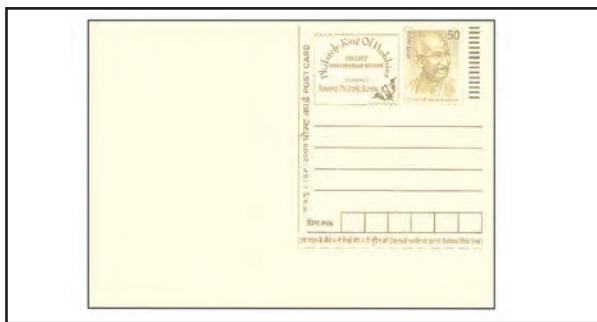


অনুশীলনী

১) উত্তর লেখো।

- ১) কে কাকে পত্র লিখেছে ?
- ২) অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় রাম / মিরা কোন শ্রেণী নিয়ে পাস করেছে ?
- ৩) হোস্টলে রামের বন্ধুরা পরীক্ষায় কী ফলাফল করেছে ?
- ৪) পত্রে রাম / মিরা কাকে ভালোবাসা দেওয়ার কথা বলেছে ?

২) ছবি দেখো ও নাম লেখো।



৩) একটি কলম কিনিবার জন্য ১০ টি টাকা চেয়ে পিতার নিকট পত্র লেখো।



৫. ইচ্ছা

প্রাধ্যন্যকুমার জিনপাল বিরাজদার



ছোট শিশু এই দেশের মোরা,
গাছের সাথে ভালবাসা ।
আসুক যত কঠিন বাধা,
জিতব যে তাই মনের আশা ।
বাড়বে যাতে দেশের মান,
হবে সকল কর্ম খাসা,
এঁটো খাবার না রেখে থালায়,
সম্মান করি কৃষি চাষা ।
ব্যয়াম জীবনের অঙ্গ হবে,
হবে স্বাস্থ্য সুখের বাসা ।
সদা সম্মান হবে গুরুজনে,
মিষ্টি হবে মুখের ভাষা,
নিত হোক দেশে স্বচ্ছতার বাস,
এটাই মনের অভিলাষা ॥



অর্থ জেনে নাও

বাধা = বিপত্তি

অভিলাষা = ইচ্ছা

খাসা = উত্তম

এঁটো = উচ্চিষ্ট

সদা = সব সময়

অঙ্গ = ভাগ

অনুশীলনী

১) একটি সম্পূর্ণ বাকে উত্তর লেখো।

- ১) ছোট শিশু কাদের ভালবাসে ?
- ২) ছোট শিশু কাদের সম্মান করে ?
- ৩) মনের অভিলাষা কি ?
- ৪) ব্যায়ামকে জীবনের অঙ্গ করলে কী হবে ?

২) অনুলেখন করো :

ব্যায়াম	সম্মান	স্বাস্থ্য	মিষ্টি

৩) বাক্য রচনা করো :

- ১) স্বচ্ছতা : _____
- ২) ঔরঞ্জন : _____
- ৩) কর্ম : _____
- ৪) বাধা : _____

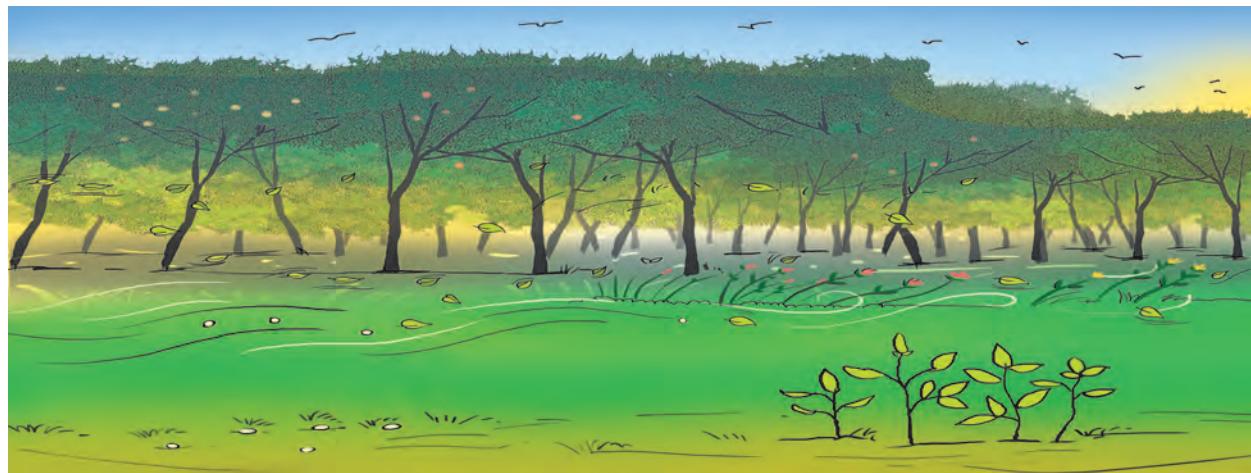
৫) তোমরা বড় হয়ে কী হতে চাও-নিজের ভাষায় লেখো :

৬) স্বচ্ছতা, বৃক্ষ সংরক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় জয়ঘোষ (শোগান) সংকলন
করে লেখো :



৬. গাছের বীজ কী করে ছড়ায়

শ্রী পুন্যময় সেন



ফাল্টন-চৈত্র মাসের দুপুরবেলায় হাওয়ায় বুড়ির সুতো উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। মাঝে-মাঝে দু-একটা উড়ে ঘরের ভিতরে চলে আসে। দেখতে পেলেই ছেলে-মেয়েরা ছেটে ফুঁ দিয়ে ওড়াবার জন্য। এদের হাতে নিলে দেখা যায় যে, এরা এক-একটি বীজ এবং তারই গা থেকে রেরিয়েছে লম্বা-লম্বা রেশমের মতো অনেক গুলি সরু শুঁয়ো। এই শুঁয়োগুলির জন্যই হাওয়ায় ভাসে। হাওয়ায় ভেসে এরা অনেক দূরে উড়ে যায় এবং হাওয়ার বেগ কমে গেলে অথবা কোথাও বাধা পেলে মাটিতে পড়ে যায়। যেখানে পড়ে সেখানে জল পেলে এই বীজ থেকে গাছ হয়।

প্রাণীমাত্রেই চেষ্টা করে নিজেকে এবং নিজের বংশকে রক্ষা করতে। বাঁচতে গেলে খাদ্যের দরকার। গাছেরা খাদ্য জোগাড় করে কতক মাটি থেকে এবং কতক বাতাস থেকে। তবে মাটি আর বাতাস থেকে তারা যা নেয় তা কাঁচা-মালের মতো। গাছ তাকে খাওয়ার উপযোগী করে নেয় সূর্যের আলোর সাহায্যে। তাই গাছকে বাঁচতে হলে চাই মাটির রস, বাতাস, আর আলো। প্রাণী এবং বনস্পতি মাত্র সবাইকে সুস্থিতাবে বাঁচতে গেলে এই তিনটি জিনিস নিয়ে নিজেদের মধ্যে যাতে কাঢ়াকাঢ়ি মারামারি না করতে হয়, তাই যেন সব গাছেরই চেষ্টা ফাঁকা জায়গায় থাকবার।

কোন একটি গাছের বীজ দূরে
ছড়িয়ে না পড়ে কেবলই যদি তার গুঁড়ির
কাছে মাটিতে জমা হতে থাকে, তা হলে
কিছুদিনের মধ্যেই গাছে গাছে বেজায়
ঘেঁষাঘেঁষি হবে। তাদের পক্ষে তখন প্রাণ
বাঁচানো কঠিন হয়ে উঠবে। মাটির ভিতরে
শিকড়ে শিকড়ে যাবে জড়িয়ে। আর
একই জায়গা থেকে এত গুলি শিকড়ের
এক সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহের ফলে সে
জায়গার মাটিতে খাদ্যের হবে অভাব।
উপরেও ডালে ডালে পাতায় পাতায়
ঠাসাঠাসির ফলে আলো বাতাস কেউই
যথেষ্ট পরিমাণে পাবে না। জন্মদের কিন্তু
ভারি সুবিধে। তারা চলাফেরা করতে
পারে। তাই কোনো এক জায়গায় খাদ্যের
অভাব বা অন্য কোনোরকম অসুবিধে
হলেই সে জায়গা ছেড়ে তারা অন্যত্র
চলে যেতে পারে। গাছেরা কিন্তু একবার
যেখানে জন্মায় সে জায়গা ছেড়ে চলে
যেতে পারে না।

এই মাটিতে নানা জাতের বীজ
দেখতে পাওয়া যায়। তারা একটি মাত্র
গাছের বীজ নয় ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের বীজ।
আকন্দ, ছাতিম, কুচি, মালতী, প্রভৃতির
অনেক গাছের বীজই তুলোর মতো
শুঁয়োর সাহায্যে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।

শিমুল কাপাসের ফল পাকলেই আমরা
তুলো পেড়ে নিই। তা না হলে তাদের
বীজ ও বুড়ির-সুতো হয়ে হাওয়ায় ভেসে
বেড়াতে দেখা যেত।

আর-এক জাতের বীজ হাওয়ায়
উড়ে যায়। এদের বলা চলে ডানাওয়ালা
বীজ। গায়ে এদের ডানা থাকে, যেমন
সজনে, মেহগনি ও মুচকুন্দ ফলের বীজ।
মাধবী ও শালের বেলায় বীজসুন্দ আস্ত
ফলটি হাওয়ায় ভাসে, কারণ এদের ডানা
বীজের গায়ে না হয়ে ফলের গায়ে হয়।
মাধবী ফলের ডানা তিনটি, আর শাল
ফলের পাঁচটি। এই ডানায় ভর করে এদের
বীজসুন্দ ফল হাওয়ায় ঘূরপাক খেতে-
খেতে উড়ে দূরে গিয়ে পড়ে। বর্ষাকালে
ফলের আবরণ পচে গেলে বীজ থেকে
এদের গাছ বেরোয়।

যে সব গাছ জলে বা জলের ধারে
হয় তার মধ্যে অনেকেরই বীজ-ছড়ানোর
কাজ করে জল। নারিকেল, সুপারি গাছ
সাধরণতঃ জলাশয়ের ধারে হয়। ঝুনো
হলে এদের ফল বীজসুন্দ জলে পড়ে
যায়। গায়ে ছোবড়া থাকায় এরা বেশ
সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে।
ভাসতে ভাসতে ক্রমে-ক্রমে এরা এক
জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে ঠেকে।



তারপর সেই ফলের আবরণ ভেদ করে সেখানকার মাটিতে নতুন চারা জন্মায়। নারিকেল গাছ সাধরণতঃ সমুদ্রতীরে হয় এবং সমুদ্রের জলে ভেসে অতি সহজেই এর ফল এক দেশের তীর থেকে আর এক দেশের তীরে গিয়ে ওঠে। ভারত-মহাসাগর বা প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপ গুলিতে তাই নারিকেল গাছের এত ছড়াচ্ছড়ি।

পাকা দোপাটি ফুলের ফল ফাটে ফট করে। এই ঝাকুনি দিয়ে ফেটে যাবার ফলে তার সর্বের মতো এক রাশ বীজ ছিটকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়ে। এমনি করে বীজ ছড়ানোয় আমরঞ্জ, ভেরেভা, কাঞ্চন এবাং দোপাটির দলে। বীজ ছড়াবার কাজে বাইরের কিছুর সাহায্য এ সব গাছের দরকার হয় না।

আম, জাম, খেঁজুর, কাঁঠাল ইত্যাদি শাঁসওয়ালা ফল অনেক জীবেরই খাদ্য। খেতে গিয়ে এলোমেলো আঁটি ফেলে তারাই এদের ছড়িয়ে দেয়। পুরাণে দেয়ালে, ছাদের কার্নিশের ফাঁকে এবং

তাল গাছের গায়ে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাবে আমাদের পরিবেসে এবং তাল গাছের গায়ে প্রায় বট অশ্বথের গাছ দেখা যায়। কাক, শালিক ইত্যাদি পাখিই তার জন্য দয়ী। পাখিরা বট অশ্বথের ফল খায়, কিন্তু তার বীজ এদের পেটে হজম হয় না, মলের সঙ্গে আস্ত বেরিয়ে যায়। ফলে অনেক সময় নানা জায়গায় এসব গাছ দেখা যায়। কুল, পেয়েরা, খেঁজুর এদের বীজও অনেক সময় পশুর পেটে হজম হয় না। মলের সাহায্যে চারিদিকে ছড়ায়।

অনেক গাছ মানুষের হাত দিয়ে মাটির উপরে নানা জায়গায় ছড়িয়েছে। অনেক গাছ আমাদের দেশে আগে কোনদিনই ছিল না। এখন প্রচুর পরিমাণে নানাবিধি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই বীজের প্রসার হয়েছে মানুষের মাধ্যমে। আনারস, পেঁপে, আলু, তামাক, লঙ্কা ইত্যাদি গাছের উল্লেখযোগ্য। প্রতিকূল, অনুকূল হিসাবে আমাদের দেশের মাটিতে বনস্পতি ও ফল গাছের বৃদ্ধি হয়।

অর্থ জেনে নাও

বেগ = গতি

যথেষ্ট = খুব

খাদ্য = ভোজন, আহার

কার্নিশ = কোণ, কোণ

তীর = কুল, তট

শুঁয়ো = অতি সুস্থ রোম

জলাশয় = পুরু, ছোট তালাব

୧) ଏକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକେ ଉତ୍ତର ଲେଖୋ ।

- ୧) କୋନ ଗାଛେର ବୀଜ ଜଲେର ମଧ୍ୟମେ ଛଡ଼ାଯ ?
- ୨) ହାଓୟାର ସାଥେ କୋନ-କୋନ ବୀଜ ଛଡ଼ାଯ ?
- ୩) ଶାସ୍ତ୍ରୀୟାଲା ଫଳ କି-କି ?
- ୪) ପାକା ଦୋପାଟି ଫୁଲେର ଫଳ କି ଭାବେ ଛଡ଼ାଯ ?

୨) ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

- ୧) ମାନୁଷେର ଦ୍ୱାରା କି ଭାବେ ବୀଜେର ପ୍ରସାର ହେବେ ?
- ୨) ଗାଛେର ବୀଜ କି ଭାବେ ଛଡ଼ାଯ ?
- ୩) ଗାଛ କି ଭାବେ ନିଜେର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ?
- ୪) ଗାଛକେ ବାଁଚିତେ ହଲେ କିମେର ପ୍ରୟୋଜନ ?

୩) ଶୁଣ୍ୟ ହାନେ ସଠିକ ଶବ୍ଦ ଲେଖୋ ।

- ୧) ମାଟିର ଭିତରେ ----- ଯାବେ ଜଡ଼ିଯେ ।
- ୨) ମାଧ୍ୟମୀ ଫଲେର ଡାନା ----- ।
- ୩) ସଜନେ ଫଲେର ବୀଜକେ ----- ବୀଜ ବଲେ ।
- ୪) ----- ଗାଛ ସାଧାରନତଃ ସମୁଦ୍ରତୀରେ ହୁଏ ।

୪) ସଠିକ ଜୋଡ଼ା ଦାଓ ।

‘କ’

‘ବ’

- | | | |
|-------------------------|----------|--------------------|
| ୧) ହାଓୟାର ସାଥେ ଛଡ଼ାଯ | () | ଅ) ନାରିକେଳ, ସୁପାରି |
| ୨) ଜଲେର ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯ | () | ଆ) ଆମ, କାଠାଳ |
| ୩) ମାନୁଷେର ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯ | () | ଇ) ଡୁମୁର, ବଟ |
| ୪) ପାଥିର ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯ | () | ଈ) କାପାସ, ଶିମୁଳ |

୫) ଶବ୍ଦେର ଶେଷେର ଅକ୍ଷର ଦିଯେ ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତୈରି କରୋ ।

ଯେମନ - ନାରିକେଳ, ଲତା, ତରମୁଜ, ଜାହାଜ

- ୧) ବୀଜ , , , ।
- ୨) ଜଳ , , , ।



৮. সবার সুখে

জসীমউদ্দীন

সবার সুখে হাসব আমি
 কাঁদব সবার দুখে,
 নিজের খাবার বিলিয়ে দেব
 অনাহারীর মুখে ।
 আমার বাড়ির ফুল-বাগিচা,
 ফুল সকলের হবে ।
 আমার ঘরে মাটির প্রদীপ
 আলোক দিবে সবে ।
 আমার বাড়ি বাজবে বাঁশি,
 সবার বাড়ির সূর,
 আমার বাড়ি সবার বাড়ি
 রইবে নাক দূর ।



অর্থ জেনে নাও

অনাহারী = উপবাসী, যাহার আহার হয় নাই আলোক = আলো, আভা

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

১) সবার সুখে ----- আমি,

----- সবার দুখে।

২) আমার ঘরে ----- প্রদীপ,

----- দিবে সবে।

২) একটি সম্পূর্ণ বাকে উত্তর লেখো।

১) কবি নিজের খাবার কোথায় বিলিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন ?

২) আমার বাড়ি কি বাজবে ?

৩) কবি কখন কাঁদবার কথা বলেছেন ?

৪) কবির বাড়িতে কিসের প্রদীপ আছে ?

৩) নিচে দেওয়া শব্দ বর্ণমালা ক্রমানুসারে লেখো।

সবার, আমি, ফুল, প্রদীপ, সকলের, অনাহারী, কাঁদব

৪) বিপরীত শব্দ লেখো।

১) আমার x

২) আলো x

৩) দূর x

৪) সুখ x

৫. শব্দের শেষ অক্ষর দ্বারা নতুন শব্দ তৈরী করো। (অন্তাক্ষরী)

যেমন - আমার - রাত

তারা

রাজা

১) বাগিচা -

→

→

২) আলোক -

→

→

৩) সুখে -

→

→



অভ্যাস-৪

১) ছবি দেখো এবং নিজের ভাষায় ৫ টি বাক্য লেখো :



২) ঘরের ভিতরের শব্দগুলি খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য পূর্ণ করো :

মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি

- ১) ভারতের প্রথম ব্যক্তি
- ২) ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলের প্রধান
- ৩) রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলের প্রধান
- ৪) রাজ্যের প্রথম ব্যক্তি.....

৩) বিপরীতার্থক শব্দ পড়ো ও লেখো :

আচল x	সচল	অঙ্গাকার x	আলো	উপকার x	অপকার	অধম x	উত্তম
আপন x	পর	আশা x	নিরাশা	আকাশ x	পাতাল	আয় x	ব্যয়
গরল x	অমৃত	ঘন x	তরল	চেনা x	অচেনা	ঠাণ্ডা x	গরম
দেনা x	পাওনা	পন্ডিত x	মূর্খ	পূর্ণিমা x	অমাবস্যা		
বুদ্ধিমান x	বুদ্ধিহীন / বোকা						



E-learning material for the Standards I to XII

Available in Marathi and English medium



ebalbharati

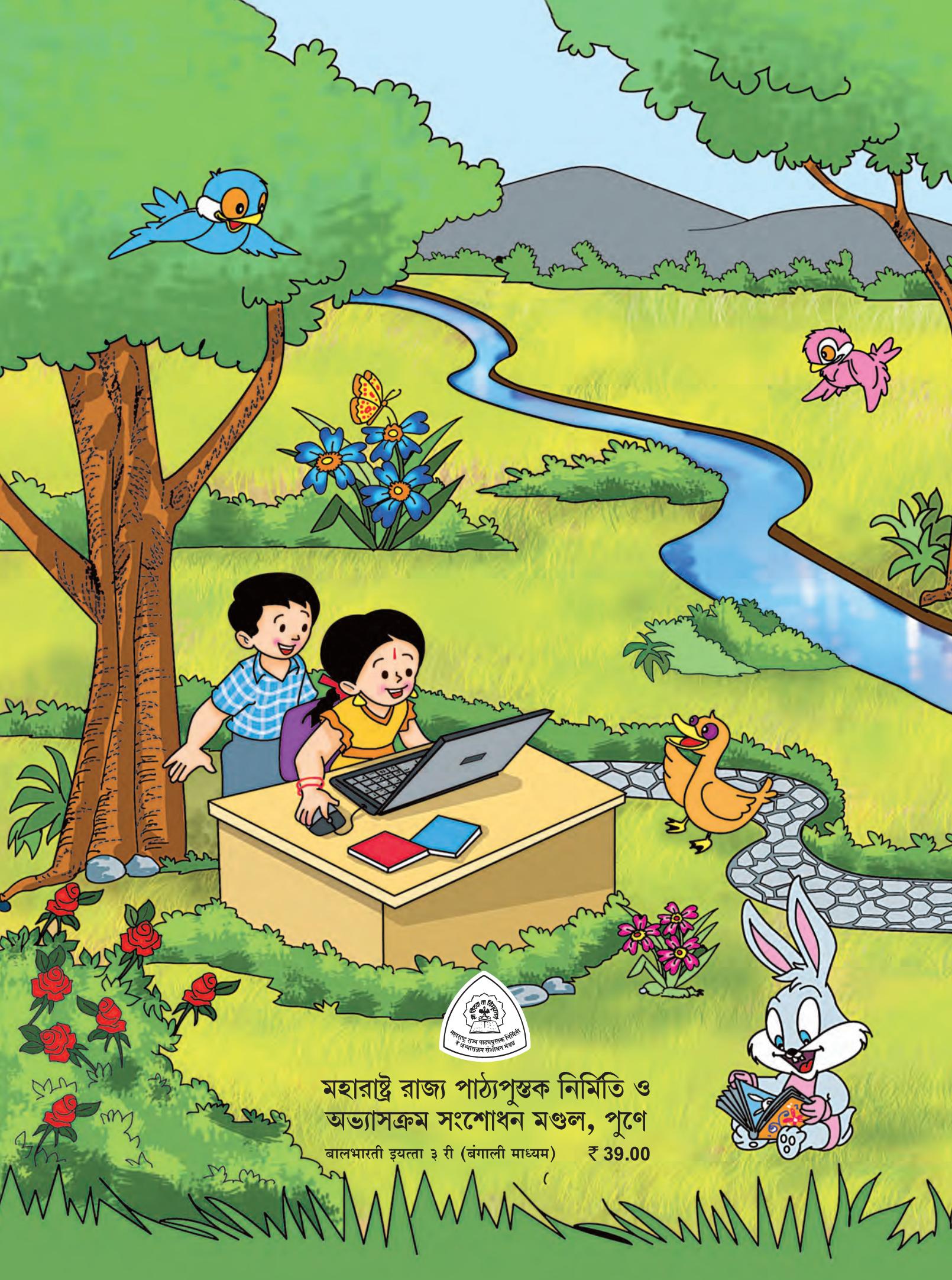
Features

- Inclusion of prescribed subjects as per subject scheme.
- Complete E- learning material based on textbook
- In the form of audio-visual
- Presentation of chapterwise content and inclusion of questions as per necessity
- Inclusion of various activities, pictures, figures/diagrams, etc.
- Use of animation for easy and simple learning
- Inclusion of exercises.

E-learning material (Audio-Visual) for the Standards One to Twelve is available through Textbook Bureau, Balbharati for the students of Marathi and English medium.

For purchasing E-learning material...

- Register your demand by scanning the Q.R. Code given above.
- Register your demand for E-learning material by using Google play store and downloading ebalbharati app.
- Visit the following websites of the Textbook Bureau.
www.ebalbharati.in
www.balbharati.in



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निमित्ति व
अभ्यासक्रम संशोधन मण्डल, पुणे
बालभारती इयत्ता ३ वी (बंगाली माध्यम) ₹ 39.00